ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-313 ■ 12 August, 2026 ■ আগরতলা ১২ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঝাড়খন্ডে পড়ুয়াদের আন্দোলন

শাসক-বিরোধী স্লোগান যুদ্ধে তপ্ত হল সংসদ চত্বর

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (আইএএনএস) ।। ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়াদের আন্দোলনে পুলিশি পদক্ষেপ এবং সংসদে বারবার অধিবেশন ব্যাহত হওয়া নিয়ে মঙ্গলবার সংসদের মকর দ্বারের সামনে মুখোমুখি হল এনডিএ ও বিরোধী শিবিরের সাংসদরা। দুই পক্ষই পৃথকভাবে বিক্ষোভ দেখিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সরব হয়।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ অভিযোগ করে, বিরোধীরা সংসদের কার্যক্রম 'অচল' করে দিচ্ছে। অন্যদিকে বিরোধী সাংসদদের দাবি, ঝাড়খণ্ডে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশি পদক্ষেপের বিষয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দিতে হবে।

এনডিএ সাংসদরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিরোধীদের এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। তাঁদের অভিযোগ, পড়ুয়াদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনার মুখোমুখি হতে 'পালিয়ে যাচ্ছেন' রাহুল গান্ধী। সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, এই বিষয়ে সংসদে বক্তব্য দিতে প্রস্তুত রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বিক্ষোভে এনডিএ সাংসদদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, "গৃহমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে পালাবেন না রাহুল গান্ধী।" বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করে পড়ুয়াদের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যেতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

ঝাড়খণ্ডে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধীদের 'নীরবতা'রও সমালোচনা করেন এনডিএ সাংসদরা। এই বিষয়ে রাহুল গান্ধীর বক্তব্য দাবি করেন তাঁরা।

অন্যদিকে, কংগ্রেস সাংসদরা পাল্টা বিক্ষোভ দেখিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সংসদে এসে বক্তব্য দেওয়ার দাবি জানান। তাঁরা "অমিত শাহ সদনে আসুন" স্লোগান তোলেন এবং আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরাসরি বক্তব্য দাবি করেন।

কংগ্রেস সাংসদ পবন খেরা আইএএনএস-কে বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পালিয়ে যান, আমরা পালাই না। তাঁরা নিজেদের 'লৌহপুরুষ' বলেন, কিন্তু সেই লোহায় মরচে ধরে গিয়েছে। এই আরএসএসের লোকেরা বরাবরই এমন। তাঁরা সবচেয়ে বড় কাপুরুষ।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের সরকার ক্ষমতায় এলে তাঁদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। আরএসএস নামে যে সংগঠনটি রয়েছে, সেটির অস্তিত্বই থাকবে না।" কংগ্রেস সাংসদ উজ্জ্বল রমন সিংহ ঝাড়খণ্ড সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির সমালোচনা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন সোনামুড়া, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১১ আগষ্ট ।। রাতের কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ল সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। জল ঢুকে পড়েছে একাধিক বাড়িঘরে। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন নগর পঞ্চায়েতের ১২ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই দুই ওয়ার্ডই নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যানের ওয়ার্ড।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার নিকাশি নালা ও ড্রেন সংস্কার না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায় রাস্তাঘাটে। এর পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে মাটি ভরাটের কারণে জল নিষ্কাশনের স্বাভাবিক পথও বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই সোনামুড়া শহরের বিভিন্ন অংশে কৃত্রিম জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে

বিকশিত ভারত গড়ার সংকল্প নেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (আইএএনএস)।। আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানে দেশবাসীকে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশবাসীকে 'বিকশিত ভারত' গড়ার সংকল্প নেওয়ারও আবেদন করেছেন তিনি। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে একটি রিল শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "গর্বের সঙ্গে ১৫ আগস্ট উদযাপন করুন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানান এবং বিকশিত ভারতের জন্য সংকল্প নিন। হর ঘর তিরঙ্গা, ঘর ঘর তিরঙ্গা, হর মন তিরঙ্গা।"

পোস্টের ক্যাপশনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আসুন, হর ঘর তিরঙ্গাকে প্রতিটি ঘরের উৎসবে পরিণত করি।" দেশ যখন ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনই এই আহ্বান জানালেন তিনি।

এর আগে চলতি সপ্তাহের শুরুতেও 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানে দেশবাসীকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি তেরঙ্গাকে দেশের 'গর্ব' এবং সর্বদা দেশের জন্য নিজেদের সেরাটা দেওয়ার 'অনুপ্রেরণার উৎস' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লিখেছিলেন, "আমাদের তেরঙ্গা আমাদের গর্ব এবং দেশের জন্য সর্বদা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার এক অবিচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণার উৎস।"

তিনি দেশবাসীকে উৎসাহের সঙ্গে 'হর ঘর তিরঙ্গা' আন্দোলনে অংশ নিয়ে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে সম্মিলিত সংকল্প নতুন করে গ্রহণের আহ্বান জানান। এবারের অভিযানের মূল ভাবনা 'বন্দে মাতরম'কে কেন্দ্র করে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবারের উদ্যোগ 'বন্দে মাতরম'-এর প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাম আমলেই সূচনা স্মার্ট মিটারের ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট ।। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই ত্রিপুরায় স্মার্ট মিটার প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের পরও প্রকল্পটি কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ে। স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত প্রায় ৮০ কোটি টাকার কাজের অর্ডারেও ব্যাপক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মঙ্গলবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে স্মার্ট মিটার প্রকল্পের জন্য প্রায় ৮০ কোটি ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল উইপ্রো এবং এম/এস জে এবং জে পাওয়ারকম সিস্টেম লিমিটেড-কে। চুক্তি অনুযায়ী দুই বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি।

মন্ত্রী জানান, ২৭ মাস পর সামান্য কিছু সামগ্রী সরবরাহ করা হয় এবং প্রতীকীভাবে কাজ শুরু হয়। মোট ৪৩ হাজার স্মার্ট মিটারের মধ্যে মাত্র ৩৪,৩০০টি মিটার চালু হয়েছিল। কিন্তু প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে তিন মাসের মধ্যেই সেই মিটারগুলির একটি বড় অংশ অচল হয়ে পড়ে।

রতন লাল নাথ আরও বলেন, ভারতীয় অডিট ও অ্যাকাউন্টস দপ্তরের রিপোর্টেও এই প্রকল্পে গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি উঠে এসেছে। অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সংস্থার কার্যকলাপের কারণে প্রায় ৪২.৭৬ কোটি টাকার ব্যয় নিষ্ফল হয়ে যায়। একই সঙ্গে ঠিকাদারকে অযৌক্তিক সুবিধা দেওয়ারও অভিযোগ উঠে এসেছে বলে জানান তিনি।

বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, সরকার তা গুরুত্ব সহকারে দেখছে। তিনি স্পষ্ট করে জানান, বিদ্যুতের ট্যারিফ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণ ডিজিটাল হচ্ছে ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট ।। আগামী ৩১ অক্টোবর, ২০২৬-এর মধ্যে রাজ্যের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। মঙ্গলবার ইন্টিগ্রেটেড হেলথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে আয়োজিত এক কর্মশালায় এই লক্ষ্য ঘোষণা করেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব কিরণ গিত্তে, আইএএস।

একই অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে রাজ্যের 'মডেল জেলা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিক, স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র এবং চিকিৎসকদের একটি সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে এসে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ এবং রোগীবান্ধব করে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটি আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন -এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির সিইও ড. সুনীল কুমার বার্নওয়াল, আইএএস, ড. পঙ্কজ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সংসদ ভবনে শাহ'র সঙ্গে বৈঠক ডা. সাহার

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট।। সংসদ ভবনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। সাক্ষাৎকালে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাক্ষাতে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়ন, পরিকাঠামো, প্রশাসনিক বিষয়সহ রাজ্যের অগ্রগতি ও উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট একাধিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

পানীয় জলের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধে আটকে পড়লেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট ।। টানা সাত দিন ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকটে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকালে কৃষ্ণপুর বিধানসভার ৩৬ মাইল এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মানুষ। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কের দু'প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। অবরোধে আটকে পড়েন রাজ্যের মন্ত্রী কিশোর বর্মন-সহ বহু যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহন।

এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসক দপ্তরের ডি.সি.এম. সন্দীপ দেববর্মা, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (ডব্লিউএস) আধিকারিক-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা এবং দ্রুত পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়ার পর প্রায় চার ঘণ্টা পরে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন আন্দোলনকারীরা। এরপর জাতীয় সড়কে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত প্রায় সাত দিন ধরে এলাকায় পানীয় জলের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার ও অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে কাঞ্চনবাড়িতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট ।। স্মার্ট মিটার বাতিল, অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি এবং রিচার্জ সংক্রান্ত নানা অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে গতকাল দিনভর উত্তাল হয়ে উঠল কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায় বিধানসভার কাঞ্চনবাড়ি বিদ্যুৎ দপ্তর। সকাল ১০টা থেকে কাঞ্চনবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকার সাধারণ বিদ্যুৎগ্রাহকদের পাশাপাশি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে শামিল হন স্থানীয় ব্যাটারিচালিত গাড়ি ও ই-রিকশা চালকরাও।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, নতুন স্মার্ট মিটার বসানোর পর থেকেই অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে মিটারের টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে মিটার রেন্ট, ফিক্সড ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করেছে কংগ্রেস ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট ।। রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করছে কংগ্রেস। কারণ, দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনকে একভাবে দেখা হলেও ঝাড়খণ্ডে একই ধরনের আন্দোলনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস-জেএমএম সরকার ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করছে। কংগ্রেসের এই দ্বিমুখী রাজনীতির কারণেই দলটি ক্রমশ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আজ কুশাভাউ ভবনে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ের ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস-জেএমএম জোট সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন ত্রিপুরার পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সুশান্ত চৌধুরী বলেন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার দাবিতে ঝাড়খণ্ডের ছাত্ররা যে আন্দোলন করছেন, তা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। বিজেপি এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনকে একভাবে দেখা হলেও ঝাড়খণ্ডে একই ধরনের আন্দোলনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস-জেএমএম সরকার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের দাবিতে স্কুল গেটে তালা ঝুলিয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট ।। পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা না থাকার অভিযোগে মেলাঘরের তেলকাজলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষকের দাবিতে বিদ্যালয়ের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকটের কারণে বিদ্যালয়ে নিয়মিত পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে।

জানা গেছে, পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা না থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন বিদ্যালয়ের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। গেট বন্ধ থাকায় বিদ্যালয়ে এসে সমস্যায় পড়েন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিদ্যালয়ের বাইরে একটি দোকানে বসে থাকতে হয় বলে জানা গেছে। বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের প্রধান দাবি, বিদ্যালয় থেকে বদলি হয়ে যাওয়া বাংলা শিক্ষককে পুনরায় তেলকাজলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি বিষয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, শিক্ষক সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় সঠিকভাবে ক্লাস করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে তাঁদের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও দাবি বিক্ষোভকারীদের। ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য, শিক্ষকের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পুজোর আগেই রাজধানীতে চলবে ইলেকট্রিক বাস ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট ।। আগরতলায় পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবার ১০টি ইলেকট্রিক বাস চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক -এর সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী ২১ আগস্ট টেন্ডার খোলা হবে বলে জানানো হয়েছে। নগর উন্নয়ন দফতরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান।

তিনি বলেন, বর্তমানে আগরতলায় সুসংগঠিত পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম এবং পর্যাপ্ত ইলেকট্রিক যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কাছে ইলেকট্রিক বাস এবং চার্জিং পরিকাঠামো তৈরির জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাব অনুমোদনের পরই বাস কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ৯ মিটার দৈর্ঘ্যের ১০টি ইলেকট্রিক বাস কেনা হবে। একইসঙ্গে বাসগুলির জন্য প্রয়োজনীয় চার্জিং পরিকাঠামোও তৈরি করা হবে। এর লক্ষ্য হল আগরতলা শহর এবং শহরের আশপাশের প্রায় ১০—১২ কিলোমিটার এলাকার মানুষের জন্য একটি পরিষ্কার, সবুজ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু করা। তবে বর্তমানে চলাচলরত পরিবহন ব্যবস্থায় যাতে বড় ধরনের কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে। সেই কারণে প্রাথমিকভাবে সীমিত সংখ্যক বাস চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিষেবা সফল হলে ভবিষ্যতে বাসের সংখ্যা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

জানা গেছে, এডিবি -র 'রোডস অ্যান্ড মোবিলিটি' প্রকল্পের আওতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এডিবি -কে অনুরোধ করা হয়েছিল, যেহেতু শহরের রাস্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে, তাই তার সঙ্গে পরিবেশবান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থাকেও যুক্ত করা হোক। সেই প্রস্তাব বিবেচনা করে প্রকল্পে ইলেকট্রিক বাস সংযোজনের অনুমোদন দেয় এডিবি। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক রাজ্যকে বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সফট লোনের মাধ্যমে সহায়তা করছে। সেই অর্থের আওতাতেই এই গণপরিবহন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নগর উন্নয়ন দফতরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে বলেন, আগরতলায় এর আগে টাউন বাস পরিষেবা থাকলেও তা মূলত শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং অনেক দূরের এলাকাতেও চলাচল করত। ফলে সেগুলি অনেকটা আন্তঃশহর বাস পরিষেবার মতো হয়ে উঠেছিল। এবার প্রস্তাবিত ইলেকট্রিক বাসগুলি মূলত আগরতলা শহর এবং সংলগ্ন ১০—১২ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

তিনি বলেন, আগরতলা পুর নিগম এবং আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই পরিষেবা সফল হবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও সহজ হওয়ার পাশাপাশি শহরের দূষণও কমবে। বর্তমান সময়ে একটি পরিষ্কার ও সবুজ নগর গণপরিবহন ব্যবস্থা আগরতলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলেও জানানো হয়েছে।

১৮ দফা দাবিতে আগরতলায় সিপিআইয়ের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগষ্ট ।। বিভিন্ন জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট ১৮ দফা দাবি নিয়ে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলার সার্কিট হাউস চত্বরে তিন ঘণ্টার গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)। দলের আগামী ১ সেপ্টেম্বরের 'দিল্লি মার্চ' সফল করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই গণঅবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ১২ আগস্ট, ২০২৬ ইং
২৬ শ্রাবণ, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ক্ষুদিরাম চিরস্মরণীয় নাম

১১ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বকনিষ্ঠ মহানায়ক ক্ষুদিরাম বসুর আত্মোৎসর্গ দিবস। ১৯০৮ সালের এই দিনে মাত্র ১৮ বছর বয়সে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে দেশের জন্য শহীদ হইয়াছিলেনমেদিনীপুরের এই বীর সন্তান। তাঁহার এই অসীম আত্মত্যাগ তৎকালীন ভারতের যুবসমাজকে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ১১ই আগস্ট ভারতমাতার বীর সন্তান, অগ্নিযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবস। ১৯০৮ সালের এই কালজয়ী দিনে মুজাফফরপুর জেলের ফাঁসির মঞ্চে মাত্র ১৮ বছর ৭ মাস ১১ দিন বয়সে হাসিমুখে নিজের জীবন বলিদান দিয়াছিলেন এই তরুণ বিপ্লবী। তাঁহার এই মহান আত্মত্যাগ পরাধীন ভারতের বুকে যে ব্রিটিশ-বিরোধী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জন্ম দিয়াছিল, তাহা পরবর্তীকালে পূর্ণ স্বাধীনতাসংগ্রামের এক মহীরুহে পরিণত হয়।১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার মৌবনী (হাবিবপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষুদিরাম। শৈশব থেকেই তাঁহার ধমনীতে বইত দেশপ্রেমের তীব্র স্রোত। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী দল ”অনুশীলন সমিতি”-তে যোগ দেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের মাটি বরাবরই বিপ্লবীদের চারণভূমি ছিল, আর ক্ষুদিরাম ছিলেন সেই মাটিরই শ্রেষ্ঠ ফসল।অত্যাচারী কিংসফোর্ড সাহেবকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে ক্ষুদিরামের মুজাফফরপুর অভিযান ভারতের ইতিহাসের এক রোমহর্ষক অধ্যায়। কিংসফোর্ডকে লক্ষ্য করিয়া ছোঁড়া বোমাটি ভুলবশত অন্য একটি গাড়িতে লাগায় দুই নিরীহ ইউরোপীয় নারীর মৃত্যু হয়। এরপর প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়িবার আগেই নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মাহুতি দেন এবং ক্ষুদিরাম বসু পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াও এই কিশোর বিপ্লবীর চোখে ছিল না কোনো মৃত্যুর ভয়, মুখে ছিল অমলিন হাসি। বিচারে তাঁহার ফাঁসির আদেশ হইলে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় তাঁহার দৃঢ় পদক্ষেপ এবং নির্ভীক দৃষ্টি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল খোদ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকও। ফাঁসির দড়ি গলায় পরিবার আগে তাঁহার শেষ উচ্চারণ আর মুখের সেই স্বর্গীয় হাসি প্রমাণ করিয়াছিল যে, মৃত্যুকে তিনি জয় করিয়াছেন।আজ ভারত স্বাধীন। কিন্তু শতবর্ষেরও বেশি সময় পেরিয়ে ক্ষুদিরাম বসুর আদর্শ, বীরত্ব ও দেশপ্রেম সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান যুবসমাজের কাছে ক্ষুদিরাম কেবল ইতিহাসের একটি চরিত্র নন, বরং তিনি অন্যায়, অবিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের এক চিরন্তন প্রতীক।আজকের দিনে এই মহান বিপ্লবীর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁহার আত্মত্যাগের ঋণ কোনোদিন শোধ হওয়ার নয়। নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব ক্ষুদিরামের সেই নির্ভীক চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং বৈষম্যহীন দেশ গড়িয়া তোলা।

ক্ষুদিরাম বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন এক চিরস্মরণীয় নাম, যিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে দেশের জন্য ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়াছিলেন। বর্তমান যুগেও তাঁহার আদর্শ, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।ক্ষুদিরাম বসু অন্যায় ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের প্রতীক। আজকের যুবসমাজকে নিজের ক্যারিয়ারের পাশাপাশি দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হইতে তাঁহার জীবন উদ্বুদ্ধ করে।কোনো ব্যক্তিগত লাভ বা লোভের ঊর্ধ্বে উঠিয়া কীভাবে দেশের জন্য কাজ করা যায়, তাহা ক্ষুদিরামের জীবন থেকে শেখা যায়। বর্তমানের দুর্নীতিগ্রস্ত সামাজিক আবহে তাঁহার এই নিঃ স্বার্থ মনোভাব সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারী বিচারক কিংসফোর্ডের বিরুদ্ধে তাঁহার পদক্ষেপ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রতীক। আজকেও সমাজে ঘটিয়া চলা অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোর সাহস যোগায় তাঁহার এই ইতিহাস।ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে তাঁহার মুখে যে হাসি ছিল, তাহা চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শান্ত ও দৃঢ় থাকিবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আজকের তরুণদের মানসিক অবসাদ কাটাইয়া লক্ষ্য অর্জনে অনড় থাকিতে এটি সাহায্য করিতে পারে।ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ বাঙালি তথা সমগ্র ভারতীয় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল। আজকের দিনেও দেশের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিতে তাঁহার আদর্শ সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।ক্ষুদিরাম বসু কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ফ্রেমে বন্দি নন; যতদিন সমাজে অন্যায় থাকিবে এবং স্বাধীনতার মূল্য থাকিবে, ততদিন তাঁহার আদর্শ প্রাসঙ্গিক থাকিবে।

নিজস্ব শক্তিতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাইব্যুনাল

শ্রী এন. ভেঙ্কটরামন

আমাদের জনআইনের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের গঠন নিয়ে যতবার প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে, তেমন নজির খুব কমই রয়েছে। ১৯৮৭ সালের এস. পি. সম্পথ কুমার মামলা থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে মাদ্রাজ বার অ্যাসোসিয়েশন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত আদালত একাধিক আইন বাতিল করেছে, নির্দেশ জারি করেছে এবং পরে একই ভিত্তিতে প্রণীত নতুন আইনও পরীক্ষা করেছে। বিষয়টি এতগুলি পর্যায় অতিক্রম করেছে - এ থেকেই বোঝা যায়, সমস্যাটি কতটা জটিল ছিল। ট্রাইব্যুনালস রিফর্মস বিল, ২০২৬ বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে, কারণ মনে হচ্ছে এবার সমস্যার মূল কারণটি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আশানুরূপভাবে তার একটি সমাধানও খুঁজে পাওয়া গেছে।

অন্য দেশ এবং আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা এই সমস্যা শুধু ভারতের নয়। অন্যান্য দেশও এর মুখোমুখি হয়েছে এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া নির্ণয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। ২০০১ সালে যুক্তরাজ্যে স্যার অ্যান্ড্রু লেগ্যাট যখন ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন, তখন তিনি দেখতে পান যে ৭০টিরও বেশি ট্রাইব্যুনাল সেই সমস্ত সরকারি দপ্তরের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে, যাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ওই ট্রাইব্যুনালগুলিতে বিচার হচ্ছে। তিনি এটিকেই মূল ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর সমাধান ছিল না মেয়াদ সামঞ্জস্য করা কিংবা যোগ্যতার মানদণ্ডে পরিবর্তন আনা। বরং তিনি ট্রাইব্যুনালগুলিকে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে একটি কেন্দ্রীভূত পরিষেবার অধীনে আনার প্রস্তাব দেন। ২০০৭ সালের আইনের মাধ্যমে সেটিই বাস্তবায়িত হয়। সংস্কারটি ছিল কাঠামোগত। অর্থাৎ, সমস্যার উপসর্গ নয়, নির্ভরশীলতার মূল কারণটিকেই দূর করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

ভারত তুলনামূলকভাবে প্রথম দিকেই ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থা চালু করেছিল এবং সামগ্রিকভাবে তা সফলও হয়েছে। ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল আজও বিশেষায়িত বিচারব্যবস্থার অন্যতম সেরা উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সংবিধানের ৩২৩এ এবং ৩২৩বি অনুচ্ছেদ এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালস অ্যাক্ট, ১৯৮৫-এর মাধ্যমে এই মডেল আরও বিস্তৃত হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক ক্ষেত্রেও তা ছড়িয়ে পড়ে, এমন এক পরিসরে, যা হাইকোর্টগুলির পক্ষে সামলানো সম্ভব ছিল না। আমাদের সমস্যাটি ছিল ভিন্ন ধরনের। ২০২০ সালে আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছিল, ট্রাইব্যুনালকে তখনই স্বাধীন করা সম্ভব, যখন তাকে নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভর করতে না হয়।

আগের প্রচেষ্টাগুলি কেন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি:- সংস্কারের চেষ্টা একাধিকবার হয়েছে এবং প্রতিবারই তা সদিচ্ছার সঙ্গে করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে যে বিপুল মামলা হয়েছে, তার বড় অংশজুড়েই প্রশ্ন ছিল, মেয়াদ তিন বছর হবে, না চার বা পাঁচ বছর, ন্যূনতম বয়স ৫০ বছর নির্ধারণ করা যাবে কি না, অথবা সুপারিশের জন্য একটি নাম দেওয়া হবে, না দুটি নামের প্যানেল তৈরি করা হবে। যথাযথ সম্মানের সঙ্গে বলতে হয়, এর কোনোটিই সমস্যার মূল কারণকে স্পর্শ করে না। স্বাধীনতা কোনো অঙ্কের ওপর নির্ভর করে না। মেয়াদ, বয়স এবং সুপারিশে নামের সংখ্যা, এসব হল সেই উপসর্গ, যার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু এগুলিই রোগের মূল কারণ নয়।

সমস্যার মূল বিষয় হল, একটি ট্রাইব্যুনালকে হতে হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো থাকতে হবে, যারা সেখানে দায়িত্ব পালন করবেন তাঁদের নির্বাচনের নিজস্ব ব্যবস্থা থাকতে হবে, তাঁদের তদারকি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিজস্ব ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং নিজস্ব ভবন, কর্মী ও অর্থের সংস্থান থাকতে হবে। এগুলি থাকলে স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নতুন বিলটি আদালত যেসব বিষয়ে ইতিমধ্যে মতামত দিয়েছে, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল, এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, যার মাধ্যমে ওই উত্তরগুলি নিজে থেকেই কার্যকর হতে পারে। আইনের মাধ্যমে একটি ন্যাশনাল ট্রাইব্যুনালস কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কমিশনের অস্তিত্ব, গঠন ও কার্যাবলি কোনো নির্বাহী আদেশের ওপর নির্ভর করবে না, বরং সরাসরি আইনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। ট্রাইব্যুনালের সদস্য নির্বাচন, তদারকি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা এবং ট্রাইব্যুনালগুলির প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়নের দায়িত্বও কমিশনের ওপর থাকবে। এর পাশাপাশি থাকবে একটি স্থায়ী ও পেশাদার সচিবালয়।

প্রাধান্য, সমদূরত্ব এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:-বিলটি যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে বিচার বিভাগের প্রাধান্য বজায় রেখেছে। কমিশনের নেতৃত্বে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা কোনো হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং কমিশনে বিচার বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। কমিটিগুলির সভাপতিত্বও বিচার বিভাগের হাতে থাকবে এবং কোনো বিষয়ে সমতা দেখা দিলে বিচার বিভাগীয় সভাপতির ভোটই নির্ণায়ক হবে। নির্বাচন, তদারকি, শৃঙ্খলা এবং কর্মদক্ষতাসব ক্ষেত্রেই বিচার বিভাগের নেতৃত্ব বজায় থাকবে। এর পেছনে রয়েছে আর. গান্ধী মামলার পর থেকে আদালত যে বিষয়টি বারবার বলে এসেছে নির্বাহী বিভাগ নিজেই যেহেতু সবচেয়ে বড় মামলাকারী, তাই যারা তার সিদ্ধান্তের বিচার করবেন, তাঁদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের প্রাধান্য থাকতে পারে না। তবে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিচার বিভাগের প্রাধান্য মানেই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নয়। পুরো ব্যবস্থাটি শুধুমাত্র বিচার বিভাগের হাতে তুলে দেওয়াও নানা প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে। তাই বিলটি ট্রাইব্যুনালকে নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ, উভয়ের থেকেই সমদূরত্বে রাখার চেষ্টা করেছে। আর তা করা হয়েছে তিনটি স্তরের মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় সরকার বিধির মাধ্যমে বিস্তৃত নীতিগুলি নির্ধারণ করবে। কমিশন কাজ পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণকারী প্রবিধান তৈরি করবে। আর সচিবালয় সেই কাঠামোর মধ্যেই কাজ সম্পাদন করবে। তার কার্যপ্রণালীর বিষয়ে তাকে নির্দেশনা দেওয়া হবে, কিন্তু দৈনন্দিন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হবে না। তার কার্যাবলি কোনো নির্বাহী অর্পণের মাধ্যমে নয়, সরাসরি আইন থেকেই নির্ধারিত হবে। এর ফলে কমিশন, সচিবালয় এবং নির্বাহী বিভাগের পারস্পরিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে একটি প্রকৃত ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সচিবালয় যোগ্যতা যাচাই করবে এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত নথিপত্র ও তথ্যের রেকর্ড প্রস্তুত করবে। প্রকাশিত প্রবিধানের অধীনেই তাকে কাজ করতে হবে এবং তার কার্যকলাপের রেকর্ডও সংরক্ষণ করতে হবে।

বিলটি যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য তৈরি করতে চেয়েছে, সেটিই এর গুরুত্বপূর্ণ দিক। এখানে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ নেই, আবার বাস্তব অর্থে ট্রাইব্যুনাল নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরশীলও নয়। একই সঙ্গে নির্বাচন, তদারকি, শৃঙ্খলা এবং কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের প্রাধান্য বজায় থাকছে। ২০১৪ সালে কানাডাও একই ধরনের অবস্থানে পৌঁছেছিল। সে সময় দেশটি তাদের ফেডারেল ট্রাইব্যুনালগুলির সহায়ক পরিষেবাগুলিকে একটি একক সংস্থার অধীনে নিয়ে এসেছিল, তবে ট্রাইব্যুনালগুলির বিচারব্যবস্থায় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। এই ধরনের আইনকে শুধু এই প্রশ্নে বিচার করা উচিত নয় যে, আদালতে চ্যালেঞ্জ হলে সেটি টিকে থাকবে কি না। বরং দেখতে হবে, যে পরিস্থিতিগুলির কারণে বারবার আইনি চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়েছিল, আইনটি সেই পরিস্থিতিগুলিই দূর করতে পারছে কি না। সেই মানদণ্ডে বিচার করলে এই বিল যথেষ্ট শক্তিশালী। পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি কার্যকর হলে, ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এর ফলে একজন মামলাকারী এমন একটি বিচার ব্যবস্থার ফোরাম পাবেন, যা যথাযথভাবে গঠিত, পর্যাপ্ত পরিকাঠামোসম্পন্ন, সময়মতো শূন্যপদ পূরণে সক্ষম এবং নিজের কর্মদক্ষতার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। ভবিষ্যতে অন্যান্য সিলেকশনের ক্ষেত্রেও এই মডেল সফল প্রমাণিত হলে তা কাজে লাগানো যেতে পারে।

(লেখক ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল। এখানে প্রকাশিত মতামত তাঁর ব্যক্তিগত।)

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ সরকারি কেনাকাটার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ‘জেম’

শ্রী পীযূষ গোয়েল

কেনাকাটার জন্য গভর্ণমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস (জেম) একটি স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দক্ষ প্ল্যাটফর্ম প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্বেনেতৃত্বের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে। এরমাধ্যমে ১.৩৭ লক্ষ সরকারি ক্রেতা ২৫ লক্ষ বিক্রেতা ও পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। একটি একক, বৃহৎ মাপের ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে সমস্ত প্রধান ক্রয়ব্যবস্থাকেএকীভূত করার ক্ষেত্রে জেম হল একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম। এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সরকারের সুনির্দিষ্টলক্ষ্যের সাথে বিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম ব্যবস্থাগুলিকে মিশ্রিত করেছে, যাপ্রধানমন্ত্রী মোদীর বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর একটি ইঞ্জিনে পরিণতহয়েছে।

২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রূপান্তরমূলক ডিজিটাল উদ্যোগের সূচনা করার দশকে, জেমদুর্নীতিকে দূর করেছে এবং ছোট শহরে স্টার্টআপ, এমএসএমই, মহিলা উদ্যোক্তা এবং ব্যবসার প্রচারের মাধ্যমে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়েএসেছে।

ব্যবহার- বান্ধব এই প্ল্যাটফর্মটি সত্যিই এক অনন্য সংযোজন, যা ‘ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সাপ্লাই জঅ্যান্ড ডিসপোজালস’-এর মতো বিতর্কিত ও অকার্যকর ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করেছে। সেইসময়ের পুরনো ব্যবস্থার অস্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতাহীন প্রক্রিয়াগুলো ক্রয়-প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে যুক্ত গুটিকয়েকসুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীকে অন্যায্য সুবিধা দিত।

যথাযথভাবেই, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের নতুন ও আধুনিক কার্যালয় ‘বাণিজ্য ভবন’ টি ঠিক সেই জায়গাতেই নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে একসময় সেই বিতর্কিত ও অকার্যকর সংস্থাটির অবস্থান ছিল। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হিসেবে আমি গর্বিত যে, ২০১৬ সালের ৯ আগস্ট চালু হওয়া ‘জেম’ তার অগ্রগামী সেবার দশ বছর পূর্ণ করতে চলেছে। এটি কেবল পরিসংখ্যানগত কোনো মাইলফলক উদযাপনের বিষয় নয়; বরং এটি সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশ গঠনে গতি সঞ্চারের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ও সফল পরিবর্তনের নিদর্শন।

স্বচ্ছতা, ব্যবসা করার সহজতা

পণ্য অনুসন্ধান ও দরপত্র থেকে শুরু করে চুক্তি প্রদান ও অর্থ প্রদান পর্যন্ত সম্পূর্ণ ক্রয় প্রক্রিয়াকে ডিজিটাইজ করার মাধ্যমে, জেম স্বেচ্ছাচারিতাকে দূর করেছে, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করেছে এবং জনগণের আস্থা জোরদার করেছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেন একটি নিরীক্ষণযোগ্য ডিজিটাল রেকর্ড তৈরিকরছে, যা জবাবদিহিতাকে বৃদ্ধি করেছে এবং সরকারি ক্রয়ের অখণ্ডতাকে শক্তিশালী করেছে।

জেমহলো প্রধানমন্ত্রী মোদীর ‘সহজে ব্যবসা করার’ মিশনের একটি ভিত্তিপ্রস্তর। একটি একক ডিজিটাল উইন্ডো, সরলীকৃত নিবন্ধন, প্রমিতপ্রক্রিয়া এবং সতর্কতামূলক আমানত বাতিল ও লেনদেন চার্জ যৌক্তিকীকরণের মতো ধারাবাহিক নীতি সংস্কারের মাধ্যমে, জেমঅংশগ্রহণেরবাধা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে এবং সরকারি ক্রয়ে প্রবেশাধিকারকে গণতান্ত্রিক করেছে।

আত্মনির্ভর ভারত

জেমআত্মনির্ভরতা এবং স্বদেশি উদ্যোগের প্রসারে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালন করেছে। দেশীয় উৎপাদক ও পরিষেবা প্রদানকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে এটি স্থানীয় ভ্যালু চেইন বা মূল্য- শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করেছে এবং দেশীয় উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করেছে।

এই পোর্টালে দেওয়া প্রতিটি অর্ডার ভারতের উৎপাদন সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে এক একটি বিনিয়োগ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, জেম-এ প্রাপ্ত মোট অর্ডারের সংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ এবং মোট পণ্যের মূল্যের (জিএমভি) ৪৫ শতাংশেরও বেশি আসে ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগ (এমএসএমই) থেকে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকারি কেনাকাটা প্রধানমন্ত্রী মোদীর ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ (সবার সাথে, সবার উন্নয়ন) লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ‘জেম’ সুষম প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। এটি স্টার্টআপ, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং নারী-চালিত উদ্যোগগুলোকে কোনো বাধা বা মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই সরকারি ক্রেতাদের কাছে তাদের পণ্য ও পরিষেবাকে তুলে ধরার পথসহজ করে দিয়েছে।

বাজারে প্রবেশের বাধা দূর করে এবং সরকারি কেনাকাটায় সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে, ‘জেম’ সারা দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোকে দেশ গঠনে সক্রিয় অংশীদার হওয়ার এবং একসময় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর দখলে থাকা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সক্ষমতা প্রদান করেছে।

১২ লক্ষেরও বেশি অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ‘জেম’-এর মাধ্যমে ৯ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সরকারি অর্ডারপ্রদান করেছে। এরমাধ্যমে২ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি নারী উদ্যোক্তা ৯৯,৭১৩ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অর্ডার পেয়েছেন এবং ৪২,০০০-এরও বেশি স্টার্টআপ ৬৫,৬০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অর্ডারপ্রদান করেছে। এছাড়া, ‘জেম’ ৬৯,০০০- এরও বেশি এসসি / এসটিউদ্যোক্তাকে সরকারি কেনাকাটায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে, যারা ২৩,১৪৫ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সামগ্রিপ্রদান করেছেন।

প্রবৃদ্ধির অনুঘটক

এই অর্জনগুলো‘জেম’-এর ভূমিকাকে কেবল একটি ডিজিটাল ক্রয়-বিক্রয় বা প্রকিউরমেন্ট প্ল্যাটফর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, উদ্যোক্তা-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী অনুঘটক; যা নিশ্চিত করে যে, ভারতের উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রতিটি যোগ্য প্রতিষ্ঠান সমান সুযোগ পায়। অনেক দিক থেকেই ‘জেম’-এর এই যাত্রা ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেচলেছে। এটি স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবনী এবং ডিজিটাল ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উন্নত ভারতের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর যে রূপকল্পরয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ‘জেম’-এর যাত্রার দ্বিতীয় দশকে পদার্পণের মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য হলো এটিকে আরও স্মার্ট, পরিবেশ-বান্ধব এবং বিশ্বমানের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা। একইসাথে, আমরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের- বিশেষ করে উদ্ভাবক, স্টার্টআপ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, নারী, তরুণ সমাজ এবং মফস্বল ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ আরও জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভারতের অন্যতম সফল ডিজিটাল সংগ্রহ (ক্রয়) ব্যবস্থা হিসেবে জেমএকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এটি দেখিয়েছে যে কীভাবে প্রযুক্তি, ডেটা অ্যানালিটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক নকশা সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে গতি, দক্ষতা ও অর্থের সঠিক উপযোগিতা নিশ্চিত করতে পারে। গত দুই অর্থবছরে এই প্ল্যাটফর্মটির বার্ষিক জিএমভি৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে, যার ফলে এর মোট বা ক্রমপুঞ্জিতমূল্যমান প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বর্তমানে এর পরিধি বিস্তৃত হয়ে ১০,৬৪৪টি পণ্য-শ্রেণি এবং ৩৫০টি পরিষেবা-শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। হাসপাতালে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ ও টিকা দ্রুত পৌঁছানোই হোক, কিংবাপ্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও ড্রোন দক্ষতার সাথে সরবরাহ করা, আবারউন্নত মানের সরঞ্জামের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের রূপান্তর কিংবা নির্ভরযোগ্য পরিকাঠামোর সাহায্যে গ্রামগুলোতে বিদ্যুৎ ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া- সব ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ ও দক্ষ সংগ্রহ প্রক্রিয়া সরকারি পরিষেবার উন্নত মান এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করছেজেম। এই রূপান্তরের প্রকৃত সুবিধাভোগী হলেন ভারতের নাগরিকরা। আইআইটিদিল্লির একটি সমীক্ষায় (জুলাই-আগস্ট ২০২৬) দেখা গেছে যে, জেম-এর মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ফলে গত তিন অর্থ বছরে (অর্থবছর ২০২৩-২৪ থেকে অর্থবছর ২০২৫-২৬পর্যন্ত) ৮৬,৫৭১.৬৯ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা হয়েছে, যার মধ্যে মূল্য এবং প্রক্রিয়াগত দক্ষতার উন্নতি অন্তর্ভুক্তরয়েছে। একইভাবে, সমীক্ষাটিতেজেম-এর ১০১টি পণ্যের সাথে ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, ইন্ডিয়ামার্ট ইত্যাদির মতো প্ল্যাটফর্মে থাকা একই পণ্যের তুলনা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে যে, ৭৪.৩ শতাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে জেমএর দাম সস্তা ছিল, যার ফলে মোট প্রায় ১৩.৬ শতাংশ সাশ্রয় হয়েছে। জেম পোর্টালটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। এটি সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন ও উন্নত করছেএবং উদ্যোক্তা তৈরিতে উৎসাহিত করছে। পাশাপাশি করদাতাদের অর্থ যাতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উচ্চমানের পণ্য সংগ্রহের জন্য দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয়, তা নিশ্চিত করছে।

(লেখক: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী)

সাধু সঙ্গ

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

এক বনে এক নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী বসবাস করতেন। সারাদিন ধর্মচর্চা ঈশ্বরের নাম গান করেই তার দিনযাপন হত। বনের কাঠুরিয়ারা কাঠ সংগ্রহ শেষে বাড়ির পথে পা বাড়াতেন। সূর্য যখন গোধূলি লগ্নে অস্ত যাচ্ছে সে সময় কাঠুরিয়ারা একবার হলেও সন্ন্যাসী বাবার নিকটে যেতেন, তাকে দর্শন করে ঈশ্বরের নাম গান শুনে সারাদিনের ভোগ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির পথ পেতেন। কাঠুরিয়াদের মধ্যে একজন ছিলেন অতি নাস্তিক। নাম তার নিমাই। অন্য কাঠুরিয়ারা যখন দিনশেষে সন্ন্যাসী বাবার দর্শনের জন্য তার কুটিরে পদার্পণ করতেন তখন নিমাই বলতো কি হবে ওখানে গিয়ে, সেই তো সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি পরিশ্রম করলে তবে আমরা দু’ মুঠো অন্ন মুখে দিতে পারবো। নিমাই কিছুতেই সন্ন্যাসী বাবার আশ্রমে যাবে না। অন্যদিকে তার সহকর্মীরাও নাছোর বান্দা। কি হবে ওখানে গিয়ে, নিমাইয়ের এই ঘোর বাস্তব কথাটা একদিন সন্ন্যাসী বাবার কানেও উঠলো। তিনি ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, আচমকা নিমাই জোড় গলায় হাড় ভাঙ্গা খাটুনির কথাটা বলতেই সেটি সন্ন্যাসী বাবার কানে পৌঁছালো। তিনি মৃদু হাসলেন, আর মনে মনে ভাবলেন নিমাইয়ের এখনো যথাযথ সময় আসেনি।

নিমাই রোজই সন্ন্যাসী বাবার সামনে দিয়েই একপ্রকার বনে গিয়ে কাঠ কাটে। নিমাই মনে মনে ভাবতে থাকে, এই সন্ন্যাসীদের কী জীবন, সারাদিন শুধু তপস্যা করেই সময় কেটে যায়। আর ভক্তদের দেওয়া ফল-মূল খেয়েই এরা গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়। অথচ জীবনের সঠিক আদর্শ পথ শিখতে মানুষ এদের কাছেই বারে বারে ছুটে আসে। কেন ছুটে আসে বারবার নিমাইয়ের মাথায় এই প্রশ্নটাই ঘোরাফেরা করতে থাকে। সংসারের কোনও মায়াজাল এদেরকে আবদ্ধ করতে পারে না। বড়ই বিচিত্র বলে মনে মনে ভাবতে ভাবতে নিমাই কাঠ কুড়াতে কুড়াতে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। বাড়ি এসে দেখে তার একমাত্র সাত বছরের ছেলেকে সাপে কেটেছে। বউ চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, পাড়া-প্রতিবেশীরা জড়ো হন। কেউ বলেন ঝাড়ফুঁক করতে হবে, কেউ বলেন ওঝা ডাক, তা করতে করতে নিমাই দেখে ছেলের প্রাণ বায়ু দেহ থেকে নির্গত হয়ে গিয়েছে। বউ ডুকরে কেঁদে ওঠে, নিমাই শোকে পাথর হয়ে যায়। কয়েকদিনের শোক কাটিয়ে আবার বনে কাঠ কাটতে যায় আর সেই সন্ন্যাসী কে দেখে নিমাই। মনে মনে আবারও নিমাই ভাবতে থাকে, জীবনে এনারাই ভালো আছেন, কোনও শোকতাপ ওনাদেরকে স্পর্শ করে না। বেশ কিছুদিন এভাবেই অতিবাহিত হয়, হঠাৎ একদিন নিমাই দেখে তার বউ বাড়িতে নেই। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, সে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছে। মনের দুঃখে সেই বনেই এবার তার সন্ন্যাসী বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী বাবা এক নিমেষে নিমাইকে দেখেই তার অন্তরের সব কথা বুঝতে পারে। মৃদু হেসে সন্ন্যাসী বাবা ভাবতে থাকে সময় আসন্ন। দিন সাতেক পরে নিমাই তার ঘর ছেড়ে সত্যিই সন্ন্যাসী বাবার চরণে নিজেকে সমর্পিত করে। সন্ন্যাসীকে নিমাই বলল, সন্তানের মৃত্যুর পর আমি এই জীবনের প্রকৃত সারবস্তু খুঁজে পেয়েছি। মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে এতদিন মরীচিকার পেছনে ছুটেছি। বাবা আপনি দীক্ষা দিয়ে আমাকে নিজের চরণে ঠাঁই দিন। যে নিমাই একদিন মনে মনে সন্ন্যাসীকে দেখে হেসেছিল, তিন বেলা আহার ছাড়া যার চলতো না, সেই নিমাই আজ সন্ন্যাস জীবন ধারণ করেছে। নাস্তিকতার দম্ভ আসন ছেড়ে সে আজ আস্তিকতার চাদরে পুরোপুরিভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। নিয়ম নিষ্ঠা মেনে সন্ন্যাসী জীবন পালন করে ও ভক্তদের দেওয়া ফলমূল আহারাদি হিসেবে গ্রহণ করে। নিমাই আজ মনে প্রাণে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেছে। সে সত্যিই বিশ্বাস করে ভাগ্যের চাকা অহরহ ঘোরে। আজ যাকে পরিহাস করবে, কে জানে কাল হয়তো তারই কাছে টিকি বাধা আছে!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে "হর ঘর তিরঙ্গা" পালন করা হয়।

এক ঘণ্টার মধ্যে মহারাষ্ট্রের পালঘরে ৩.৪ মাত্রার পরপর দুই ভূমিকম্প, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (আইএএনএস): মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় এক ঘণ্টার মধ্যে ৩.৪ মাত্রার পরপর দুটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সোমবার রাতে হওয়া এই দুই কম্পনে জেলার বিভিন্ন অংশ ও সংলগ্ন এলাকায় কেঁপে ওঠে মাটি। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন আধিকারিকরা। পালঘর জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ভূমিকম্পটি সোমবার রাত ১০টা ৪ মিনিটে হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩.৪ এবং ভূপৃষ্ঠের ৫ কিলোমিটার গভীরে কম্পনটি সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্র ছিল ১৯.৮৮৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৩.১৬৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।

এর প্রায় এক ঘণ্টা পর রাত ১১টায় একই মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। দ্বিতীয় কম্পনটিও ভূপৃষ্ঠের ৫ কিলোমিটার গভীরে সৃষ্টি হয়। এর উপকেন্দ্র ছিল ১৯.৯১২ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৩.১৬৭ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।

পরপর অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি কম্পন অনুভূত হওয়ায় পালঘর ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। তবে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি, আহত হওয়া বা বাড়িঘর ও অন্যান্য পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে জেলা প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে পালঘর ও সংলগ্ন এলাকায় একাধিক ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। অতীতেও জেলাটিতে বারবার স্বল্পমাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। ফলে এলাকায় ভূমিকম্পজনিত কার্যকলাপের উপর নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। মুম্বই থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পালঘরকে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গত কয়েক বছর ধরে জেলাটিতে বারবার কম্পন অনুভূত হয়েছে। ২০২৬ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণাতেও পালঘরের ঘন ঘন ভূকম্পন এবং ভূমিকম্পের ঝুঁকি নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

সোমবার রাতের পরপর দুই ভূমিকম্পের পরও এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। তবে পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রাখছে প্রশাসন।

এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে পালঘরের বিভিন্ন অংশে ৩.২ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। সেটিও ভূপৃষ্ঠের ৫ কিলোমিটার গভীরে ছিল। সেই ঘটনাতেও কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

'নির্মম কংগ্রেস-জেএমএম সরকার': ঝাড়খণ্ডে ছাত্র আন্দোলনে দমন-পীড়নের অভিযোগে সরব এনডিএ নেতারা

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (আইএএনএস): নিয়োগ ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিতে ঝাড়খণ্ডে চলমান ছাত্র আন্দোলন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার তীব্র আক্রমণ শানালেন এনডিএ নেতারা। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন নির্বিচারে বলপ্রয়োগ করেছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সি আর কেশবন ঝাড়খণ্ড সরকারকে জরুরি অবস্থার সময়কার কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে তুলনা করেন। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে জোটসঙ্গী ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগে নিশানা করেন। কেশবন বলেন, "ঝাড়খণ্ডের নির্মম কংগ্রেস-জেএমএম সরকার ইন্দিরা গান্ধীর বর্বর জরুরি অবস্থার হুবহু প্রতিচ্ছবি। আর রাহুল গান্ধী এমন একজন সুবিধাবাদী, যাঁর নিজের জোটের সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনার সাহস নেই।"

ছাত্ররা নিজেদের দাবি জানানোয় তাঁদের 'দমন ও নিপীড়ন' করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। আন্দোলনের সময় লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহারের খবরেরও তীব্র নিন্দা জানান কেশবন।

আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের সমালোচনা রাহুল গান্ধী করলেও পরে একই রাতে ঝাড়খণ্ড সরকার কেন ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। কেশবনের দাবি, "এটা স্পষ্ট যে রাহুল গান্ধীকে কেউই, এমনকী তাঁর জোটসঙ্গীরাও, গুরুত্ব দেন না এবং তিনি কী বলছেন, তা নিয়েও তারা চিন্তিত নয়।"

জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর জাতীয় মুখপাত্র রাজীব রঞ্জনও হেমন্ত সোরেন সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর অভিযোগ, কর্মসংস্থান ও নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তাই এই আন্দোলনের মূল কারণ। রাজীব রঞ্জন বলেন, "এখন দেখা যাচ্ছে, হেমন্ত সোরেন সরকার সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে।" তাঁর অভিযোগ, সরকারি চাকরি টাকা বা রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে পাওয়া যায়এমন অভিযোগ ছাত্ররা বারবার তুলেছেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন সাধারণ ছাত্ররা তাই রাঁচির রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতা তথা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষও ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে মুখ খোলেন। তাঁর বক্তব্য, ছাত্ররা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। "ছাত্রদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করার অধিকার রয়েছে। যে সরকার তাঁদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ, তাকে জবাব দিতে হবে," বলেন তিনি।

এদিকে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র প্রতুল শাহদেও রাঁচিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, প্রায় দু'লাখ ছাত্র রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের জন্মদিনের প্রসঙ্গ তুলে শাহদেও দাবি করেন, আন্দোলনকারী ছাত্ররা ব্যঙ্গাত্মকভাবে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। এর জবাবে সরকার জলকামান, কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শাহদেও বলেন, "হ্যাপি বার্থডে, মুখ্যমন্ত্রী সাহেব, আপনি হাজার বছর বাঁচুনআর মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বিনিময়ে কী দিলেন?" এরপরই আন্দোলনকারীদের উপর জলকামান, কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

জয়সলমেরে স্কুলবাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা ২৫ পড়ুয়া

জয়পুর, ১১ আগস্ট (আইএএনএস): রাজস্থানের জয়সলমেরের ধাউভা গ্রামের কাছে মঙ্গলবার প্রায় ২৫ জন পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া একটি বেসরকারি স্কুলবাসে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। তবে চালক ও বাসকর্মীদের তৎপরতায় সময়মতো সমস্ত পড়ুয়াকে নিরাপদে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। ঘটনায় কোনও পড়ুয়া বা কর্মী আহত হননি বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

আধিকারিকদের মতে, আশপাশের গ্রামীণ এলাকা থেকে পড়ুয়াদের তুলে নেওয়ার জন্য বাসটি যাচ্ছিল। ধাউভা গ্রামের কাছে পৌঁছনোর সময় আচমকাই বাসের ইঞ্জিনের দিক থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেখানে আগুনের শিখা দেখা দিলে বাসের ভিতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে চালক সঙ্গে সঙ্গে বাসটি রাস্তার পাশে থামিয়ে দেন। এরপর বাসকর্মীদের সহযোগিতায় দ্রুত ২৫ জন পড়ুয়াকেই বাস থেকে নামিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। পড়ুয়াদের সরিয়ে নেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন গোটা বাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রশাসন ও দমকল বিভাগকে খবর দেন। জয়সলমের পুর পরিষদের দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে ততক্ষণে বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে বাসের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। যদিও আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এই ঘটনায় কোনও পড়ুয়া বা বাসকর্মী শারীরিকভাবে আহত না হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। একইসঙ্গে স্কুলবাসে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাধ্যতামূলক ফিটনেস পরীক্ষা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে স্কুলবাসগুলির যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার আরও কঠোর পরীক্ষা করার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

ছত্তীসগড়ে নকশালদের বিস্ফোরক সরবরাহের মামলায় ৩ জনের সাজা

রায়পুর/নারায়ণপুর, ১১ আগস্ট (আইএএনএস): ছত্তীসগড়ের নারায়ণপুর জেলায় নকশালদের জন্য বিস্ফোরক সরবরাহের মামলায় তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড ও জরিমানার সাজা দিল বিশেষ আদালত। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) আইনের অধীনে গঠিত এই আদালত সাক্ষীদের বয়ান এবং তদন্তে সংগৃহীত অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেছে। দোষী সাব্যস্ত তিনজন হলেন চামেলি বাই, রবি মার্কাম ওরফে সুশীল এবং কোসরু ভাদ্দে। বিস্ফোরক পদার্থ আইন, ১৯০৮-এর ৪ ও ৫ ধারায় তাঁদের প্রত্যেককে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,০০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ), ১৯৬৭-এর ১০(১) ধারায় দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা এবং ইউএপিএ-র বিভিন্ন ধারায় পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ১৯ মার্চ নারায়ণপুর পুলিশের কাছে পাওয়া একটি তথ্যের ভিত্তিতে এই মামলার সূত্রপাত। খবর আসে, তারাগাঁও গ্রামের কয়েকজন ব্যক্তি নকশালদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওষুধি গাছের বান্ডিলের মধ্যে পটাশিয়াম নাইট্রেট, কর্ডেক্স তার এবং ডেটোনেটর-সহ বিস্ফোরক সামগ্রী লুকিয়ে রেখেছে। তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে চারটি ডেটোনেটর, পটাশিয়াম নাইট্রেটের সাতটি বস্তা, সাত মিটার লাল কর্ডেক্স তার এবং দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পরে তদন্তের দায়িত্ব রায়পুরের পুলিশ সদর দফতরের স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রযুক্তিগত প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, নারায়ণপুর বাজার থেকে তারাগাঁও পর্যন্ত বিস্ফোরকগুলি রবি মার্কাম ও চামেলি বাইয়ের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। পরে সেগুলি নকশাল ক্যাডার এবং তাদের সহযোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। তদন্তের সময় নারায়ণপুর জেলার অর্ছা থানার অন্তর্গত থুলথুলি পঞ্চায়েতের গাওয়াড়ি গ্রামের বাসিন্দা তথা মাসা ভাদ্দের ছেলে কোসরু ভাদ্দেকেও অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তাকে গ্রেফতার করে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠায়। তদন্ত শেষ হওয়ার পর নারায়ণপুরের এনআইএ আইনের অধীনে গঠিত বিশেষ আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়। সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণ পর্যালোচনার পর আদালত তিন অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করে। নারায়ণপুর পুলিশ এবং রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, নকশাল কার্যকলাপে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে। আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করে এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এআই-চালিত জিইএম প্ল্যাটফর্মে আরও দক্ষ ও সাশ্রয়ী হবে সরকারি ক্রয়: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (আইএএনএস): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-চালিত সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস প্ল্যাটফর্ম ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় আরও বুদ্ধিদীপ্তভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এর ফলে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা আরও দক্ষ, সাশ্রয়ী, স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে বলেও তিনি জানান।

জিইএম-এর দশম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোয়েল বলেন, দেশের বিভিন্ন জেলায় জিইএম-এর 'সুবিধা কেন্দ্র'-এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন, ক্যাটালগ তৈরি, প্রশিক্ষণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করে শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দিতে হবে। পাশাপাশি মূল্য সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ, দামের যৌক্তিকতা যাচাই এবং মার্কেটপ্লেসের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার আরও বাড়ানোর কথা বলেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্য সরকার, সরকারি সংস্থা, পঞ্চায়েত এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি সুসংহত জাতীয় সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার উপরও জোর দেন। পাশাপাশি জিইএম সাহায় ও ট্রেডটস-এর সংযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঋণ সুবিধা বাড়ানো, টেকসই সরকারি ক্রয়কে মূলধারায় নিয়ে আসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে তরুণ উদ্ভাবক ও নতুন ক্রেতাদের প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

বর্তমানে জিইএম প্ল্যাটফর্মে ২৫ লক্ষেরও বেশি বিক্রেতা এবং ১.৩৭ লক্ষের বেশি ক্রেতা সংস্থা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩.৭৮ কোটিরও বেশি অর্ডারের মাধ্যমে ২০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি মূল্যের সরকারি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। জিইএম-এ বর্তমানে ১২.২৮ লক্ষ মাইক্রো ও স্মল এন্টারপ্রাইজ রয়েছে। তারা ৯ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অর্ডার পূরণ করেছে, যা মোট লেনদেনের ৪৫.৬ শতাংশ। এছাড়া, ২.২৪ লক্ষেরও বেশি মহিলা-পরিচালিত এমএসই ৫০ লক্ষের বেশি অর্ডার পূরণ করেছে, যার মোট মূল্য ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। একইসঙ্গে ৪২,২৪২টি স্টার্টআপ জিইএম-এর মাধ্যমে ৬৫,৬৩৩ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অর্ডার পেয়েছে। জিইএম-এর প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক মিহির কুমার বলেন, "আমরা কতটা পথ অতিক্রম করেছি, তা নিয়ে আমরা গর্বিত। তবে জিইএম-এর প্রকৃত পরিচয় শুধু তার অর্জিত পরিসর নয়, বরং ব্যবহারকারীদের চাহিদা শুনে, পরিষেবা পরিমার্জন করে এবং তাঁদের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দিয়ে ক্রমাগত উন্নতি করার মানসিকতা।" অনুষ্ঠানে জিইএম-এর হেল্পডেস্কের জন্য দেশজুড়ে পাঁচ সংখ্যার একটি বিশেষ শর্ট কোড '১৪৫৫০' চালু করা হয়। এর মাধ্যমে ক্রেতা, বিক্রেতা এবং অন্যান্য অংশীদাররা সহজেই সহায়তা পেতে পারবেন এবং জিইএম-এর সরকারি যোগাযোগ চিহ্নিত করতেও সুবিধা হবে। গোয়েল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ এক পোস্টে জানান, অনুষ্ঠানে তিনি জিইএম-এর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কাস্টমাইজড 'মাই স্ট্যাম্প', পাঁচ সংখ্যার শর্ট কোড এবং জিইএম-এর একটি বুকলেট প্রকাশ করেছেন। তিনি এমএসএমই, মহিলা উদ্যোক্তা, কারিগর-সহ সমস্ত অংশীদারকে জিইএম-এর গৌরবময় এক দশক পূর্তির জন্য অভিনন্দন জানান। তাঁর কথায়, ১০ বছর আগে জিইএম চালু হওয়ার পর ভারত সরকারের কেনাকাটার পদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন এসেছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (PNIT)

The undersigned for and on behalf of the Governor of Tripura invites e-tender from reputed and experienced Indian Salt/Iodised Salt Manufacturers, Authorized Agent / Dealer of Iodised Salt/Iodised Salt Manufacturers or Traders dealing in Iodised Salt for supply of total 14,400 MT (tentative) of super fine crushed white Iodised Salt (as per FSSAI standard and having minimum Iodine content of 20 ppm to 30 ppm at manufacturing level) in one kg poly packet packing to different State Food Godowns of Tripura, during the period from October 2026 to September 2027.

2. Interested Bidders may see & download the NIT Document from the website 'https://tripuratenders.gov.in/nicgep/app'. However, e-Bidding to be made only through 'https://tripuratenders.gov.in/nicgep/app'. **Last date & time of submission of Bid is 28.08.2026 up to 03.00 PM.**

(Sumit Lodh, IAS)
Addl. Secretary & Director
Food, Civil Supplies & CA
Government of Tripura

ICA/C-1548/26

State Forest Development Agency, Tripura
Tripura Forest Department, Govt. of Tripura
(Project Management Unit)
Aranya Bhawan, Gurkha Basti, Agartala-799006
Website: www.forest.tripura.gov.in

EOI No. IN-SFDA TRIPURA-559851-CS-INDV

Dated Agartala 6th August 2026

Request for Expression of Interest (REoI) for Engagement of GIS Associates under ELEMENT Project.

The Project Director, ELEMENT Project, Tripura invites Request for Expression of Interest (REoI) from interested and eligible candidates for "Engagement of GIS Associates under the World Bank financed Enhancing Landscape & Ecosystem Management (ELEMENT) Project". Details of the REoI along with Terms of reference (ToR) may be seen at the url - https://forest.tripura.gov.in. The last date of accepting REoI is **up to 5:00 P.M. on 27th August 2026**.

Sd/-Illegible
Director
Administration, Procurement & Finance

ICA/C-1546/26

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

F.4(33)DCA/03/-(Sub-1) Dated, Agartala 07/08/26

Short Notice Inviting Quotations are hereby invited by the I/C, Deputy Drugs Controller, Government of Tripura, Agartala from the Local Authorized Agencies/Dealers/vendors for Installation of 03(three) nos of Aluminum Toughened Glass separation door and 01(one) no of Aluminum shoe rack at State Drugs Testing Laboratory, Office of the Deputy Drugs Controller, Government of Tripura. The last date of receiving quotations is up to 04.00 P.M of 14th august, 2026 and will be opened on next working day at 11.00 A.M, if possible.

The quotation documents along with Terms & Conditions may be downloaded from **www.health.tripura.gov.in.**

Sd/- (Dr. Debasri Debbarma)
Director of Health Services
Government of Tripura, Agartala

ICA/C-1556/26

PRESS NOTICE INVITING TENDER

PNIT NO. 34/UMC/UDP/2026-27

Date: ..../......./2026.

The Chief Executive Officer, Udaipur Municipal Council invited e-Tender from eligible bidders up to 03:00 P.M. on 21.08.2026 for 12 (Twelve) no (s) tender work during the year 2026-27. For the details kindly visit e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in** or email to **udaipurnagarpanchaya-t2013@gmail.com** for clarification if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Sd/- Illegible
Chief Executive Officer
Udaipur Municipal Council
Udaipur, Gomati District, Tripura.

ICA/C-1538/26

বিহারে মাদ্রাসা ও সংস্কৃত স্কুলের শিক্ষক-কর্মীদের বকেয়া বেতন নিয়ে সরব তেজস্বী, বদলি নীতি নিয়েও প্রশ্ন

পাটনা, ১১ আগস্ট (আইএএনএস): বিহারের সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা ও সংস্কৃত স্কুলের শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের বকেয়া বেতন অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকে চিঠি লিখলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। একইসঙ্গে রাজ্যে চলা শিক্ষক বদলি প্রক্রিয়া, বিশেষ করে সরকারি স্কুলের উর্দু, আরবি ও ফারসি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তেজস্বী যাদব বদলি ও 'সারপ্লাস' তালিকা নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি প্রতিটি সরকারি স্কুলে উর্দু ও সংস্কৃতের শিক্ষক নিশ্চিত করার জন্য স্পষ্ট নীতি তৈরিরও আহ্বান জানিয়েছেন। চিঠিতে তেজস্বী জানান, বর্তমান বদলি প্রক্রিয়া নিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে একের পর এক অভিযোগ পাচ্ছেন তিনি। তাঁর দাবি, উর্দু, আরবি ও ফারসি শিক্ষকদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক ও অনিয়মিত আচরণ করা হচ্ছে বলে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, কিছু স্কুলে কোনও একটি বিষয়ের একমাত্র শিক্ষককেও 'সারপ্লাস' ঘোষণা করে বদলির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তেজস্বীর কথায়, "কোনও স্কুলে যদি কোনও একটি বিষয়ের মাত্র একজন শিক্ষক থাকেন, তাঁকে সারপ্লাস ঘোষণা করে বদলি করা কার্যত ওই স্কুলে সেই বিষয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়ার সমান।" এছাড়াও পর্যাপ্ত সংখ্যক পড়ুয়া থাকা সত্ত্বেও ওই বিষয়গুলির অনুমোদিত শিক্ষক পদ তুলে দেওয়া বা 'সারপ্লাস' ঘোষণা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাঁচ বছরের কম চাকরির মেয়াদ থাকা শিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং সম্প্রতি বদলি হওয়া শিক্ষকদেরও বদলি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন আরজেডি নেতা। তেজস্বী এই বিষয়টিকে নিছক প্রশাসনিক ভুল হিসেবে দেখতে নারাজ। তাঁর মতে, এর ফলে গোটা বদলি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থায় উর্দু ও সংস্কৃতকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেন তেজস্বী। তিনি বলেন, সংস্কৃতের মতো উর্দুও ভারতের অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে দুই ভাষাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রতিটি সরকারি স্কুলে উর্দু ও সংস্কৃতের শিক্ষক নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারকে একটি সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়নের আহ্বান জানান তিনি। এদিকে, সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা ও সংস্কৃত স্কুলের শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের বেতন দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া থাকার বিষয়টিও চিঠিতে তুলে ধরেছেন তেজস্বী। তাঁর দাবি, প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাস ধরে তাঁদের বেতন আটকে রয়েছে। এর ফলে কর্মী ও তাঁদের পরিবার শিক্ষা, চিকিৎসা, সংসারের খরচ-সহ বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে সমস্যায় পড়েছেন। তেজস্বী বলেন, দায়িত্ব পালন করে যাওয়া কর্মীদের মাসের পর মাস বেতন আটকে রাখা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন ন্যায্য নয়, তেমনই একটি সংবেদনশীল সরকারের দায়িত্বের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি বর্তমান উর্দু, আরবি ও ফারসি শিক্ষকদের 'সারপ্লাস' ও বদলি তালিকার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা, নিয়মবহির্ভূত বদলি বাতিল এবং কোনও স্কুলের একমাত্র বিষয়শিক্ষককে 'সারপ্লাস' ঘোষণা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে উর্দু, আরবি ও ফারসির অনুমোদিত পদ সুরক্ষিত রাখা এবং সেগুলি বাতিল না করারও দাবি জানান তিনি। পাঁচ বছরের কম চাকরির মেয়াদ থাকা শিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং সম্প্রতি বদলি হওয়া শিক্ষকদের মামলাগুলিও পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন তেজস্বী। পাশাপাশি প্রতিটি সরকারি স্কুলে উর্দু ও সংস্কৃত শিক্ষক নিশ্চিত করার জন্য স্পষ্ট নীতি, সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা ও সংস্কৃত স্কুলের সমস্ত শিক্ষক-কর্মীর বকেয়া বেতন অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া এবং বদলি প্রক্রিয়ায় অনিয়মের জন্য দায় নির্ধারণের দাবি জানান তিনি। বদলি প্রক্রিয়ায় নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দায়ী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন আরজেডি নেতা। মুখ্যমন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে স্পষ্ট ও সময়সীমাবদ্ধ পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কোনও ভাষা, বিষয় বা শিক্ষকের সঙ্গে যেন বৈষম্য না হয়। চিঠির শেষে তেজস্বী বলেন, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেওয়া উচিত নয়।

মার্কিন আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত গৌতম আদানির, 'দেশের জন্য কাজ করে যাব'

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (আইএএনএস): মার্কিন আদালতের সিদ্ধান্তকে 'বিনয় ও বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা' সহকারে স্বাগত জানিয়েছেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। তাঁর, সাগর আদানি এবং সহযোগী বিনীত জৈনের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত ফৌজদারি অভিযোগ মার্কিন আদালত খারিজ করার পর এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের মার্কিন জেলা আদালতের বিচারক নিকোলাস গারাউফিস আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ ও ওয়্যার জালিয়াতি সংক্রান্ত ফৌজদারি অভিযোগগুলি স্থায়ীভাবে খারিজ করে দেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ একটি পোস্টে গৌতম আদানি বলেন, "এই কঠিন সময়জুড়ে সত্য, ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসনের প্রতি আমাদের আস্থা অটুট ছিল।" তিনি আরও বলেন, "যাঁরা আমাদের প্রতি, ব্যবস্থার প্রতি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ভারতের সক্ষমতার প্রতি কখনও আস্থা হারাননি, তাঁদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।"

এদিকে, আদালত আদানি ও মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) মধ্যে একটি নিষ্পত্তিও চূড়ান্ত করেছে। এর আওতায় আদানিরা মার্কিন সরকারকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার প্রদান করবেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আনা দেওয়ানি সিকিউরিটিজ জালিয়াতি সংক্রান্ত অভিযোগের আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তি হবে। গৌতম আদানি তাঁর পোস্টে বলেন, "আমরা যা গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই করে যাবদেশের জন্য নির্মাণ করা, এমন মূল্য তৈরি করা যা আমাদের পরেও টিকে থাকবে এবং নিজেদের থেকেও বৃহত্তর একটি উদ্দেশ্যের সেবা করা। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।"

এর আগে গত মাসে মার্কিন বিচার বিভাগ একটি ফেডারেল আদালতকে জানিয়েছিল, মামলার কেন্দ্রে থাকা সিকিউরিটিজ নিয়ে বিনিয়োগকারীদের কোনও আর্থিক ক্ষতি হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি না হওয়ার বিষয়টি তাদের নিজেদের ফৌজদারি মামলাকে আরও দুর্বল করে এবং সমস্ত ফৌজদারি অভিযোগ খারিজের আবেদন জানানোর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের মার্কিন জেলা আদালতে দাখিল করা বিস্তারিত নথিতে বিচার বিভাগ জানায়, সিকিউরিটিজ জালিয়াতির মামলার অন্যতম প্রধান দুর্বলতা ছিল বিনিয়োগকারীদের কোনও আর্থিক ক্ষতি না হওয়া। নথিতে বলা হয়, মামলায় থাকা সিকিউরিটিজ থেকে "এক পয়সাও কখনও হারাননি" কোনও বিনিয়োগকারী। আরও জানানো হয়, মামলার সঙ্গে যুক্ত চারটি নোটের মধ্যে দু'টি সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়েছে এবং বাকি দু'টির অর্থও বর্তমানে পরিশোধিত রয়েছে। এগুলির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিতও নেই বলে মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছিল।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

খোয়া ক্ষীরের সাদা পোলাও

ছুটির দিনে বাঙালির ভোজ মানেই লুচি কিংবা মাংসের কোর্মা। তবে একঘেয়ে বাসন্তী পোলাওয়ের বদলে এবার ট্রাই করুন সাদা পোলাও। খোয়া ক্ষীরের ছোঁয়ায় এই পদটি স্বাদে হবে অনন্য এবং রাজকীয়। এই পদটি তৈরির জন্য লাগবে সুগন্ধি গোবিন্দভোগ চাল এবং ঘি। সঙ্গে রাখুন কাজু, কিশমিশ, নুন, চিনি, আদা বাটা ও সাদা তেল। রান্নায় সুগন্ধ আনতে লাগবে এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, জায়ফল এবং মূল উপকরণ খোয়া ক্ষীর। প্রথমে বাজার থেকে আনা ভালো মানের গোবিন্দভোগ চাল ধুয়ে নিন। ধোয়া হয়ে গেলে চালগুলো জল ঝরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ শুকিয়ে নিতে হবে। চালের গায়ে যেন জল না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

শুকনো চালের সঙ্গে এবার পরিমাণমতো ঘি দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন। এতে একে একে এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ এবং আদা বাটা মিশিয়ে নিন। ঘি আর মশলার গন্ধে চালটি ম ম করবে রান্নার আগেই।

কড়াইতে সাদা তেল গরম করে সামান্য ঘি মিশিয়ে নিন। এবার মশলা দিয়ে মেখে রাখা চালগুলো কড়াইতে দিয়ে দিন। হালকা আঁচে চালটি কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে ভেজে নিতে হবে যেন গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। চাল ভাজা হয়ে গেলে তাতে পরিমাণমতো গরম জল দিয়ে সিদ্ধ হতে দিন। রান্নায় সুন্দর ফ্লেভার আনতে জায়ফল গুঁড়ো করে উপরে ছড়িয়ে দিন। স্বাদ অনুযায়ী নুন দিয়ে কড়াইটি ঢাকা দিয়ে ৫-৭ মিনিট মাঝারি আঁচে রাখুন।

চাল সিদ্ধ হয়ে এলে ঢাকনা সরিয়ে তাতে প্রয়োজনমতো চিনি দিন। এরপর ওই মিশ্রণে গ্রেট করা খোয়া ক্ষীর এবং আরও কিছুটা ঘি ছড়িয়ে দিন। সব উপকরণ হালকা হাতে মিশিয়ে নিয়ে আবার মিনিট তিনেক দমে রাখুন।

৩-৪ মিনিট পর ঢাকনা খুললেই তৈরি সুগন্ধি খোয়া ক্ষীরের সাদা পোলাও। গরম গরম মাংসের কোর্মা কিংবা মাছের কালিয়া দিয়ে এটি পরিবেশন করুন। আপনার দুপুরের খাওয়া হবে একদম জমাটি ও তৃপ্তিদায়ক।

ফেশিয়াল করলে বয়স বাড়ে না, ত্বকে জেল্লা আসে

ফশিয়াল যোগা বা মুখের ব্যায়ামের মাধ্যমে অকাল বার্ধক্য রুখে দেওয়া এখন অনেক সহজ। দামি প্রসাধনী বা ক্রিমের বদলে প্রাকৃতিকভাবে ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে এবং চামড়া টানটান রাখতে ফেশিয়াল যোগার বিকল্প নেই। নিয়মিত মাত্র কয়েক মিনিটের এই অভ্যাস আপনার চেহারায় আনবে তারুণ্যের ছোঁয়া।

বয়স বাড়া সঙ্গে সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়া বা চামড়া ঝুলে যাওয়া খুবই সাধারণ সমস্যা। এই অকাল বার্ধক্য রুখতে এখন বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে 'ফেশিয়াল যোগা'। কোনও কেমিক্যাল ছাড়াই এটি আপনার ত্বকের যৌবন ধরে রাখতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আমাদের মুখে প্রায় ৫০টিরও বেশি পেশি রয়েছে, যা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। নিয়মিত ফেশিয়াল যোগা করলে এই অলস পেশিগুলো সচল ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। ফলে ঝুলে যাওয়া গাল বা চোয়ালের গঠন আবার আগের মতো আকর্ষণীয় দেখায়। মুখের ব্যায়াম করলে ত্বকের গভীরে রক্ত সঞ্চালন বহুগুণ বেড়ে যায়। এর ফলে কোলাজেন ও ইলাস্টিন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যা ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে। ভিতর থেকে পুষ্টি পাওয়ায় বলিরেখা কমে গিয়ে ত্বক হয়ে ওঠে মসৃণ। ফেশিয়াল যোগা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমকে দারুণভাবে সক্রিয় করে তোলে। এতে ত্বকের নিচে জমে থাকা টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। ফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মুখ ফোলা ভাব বা 'পাফিনেস' দ্রুত কমে। কপালে ভাঁজ পড়া আটকাতে দুই হাতের তর্জনী ভ্রুর ওপর রেখে হালকা চাপ দিয়ে ওপর-নিচ করুন। এটি কপালের চামড়া টানটান রাখতে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন অন্তত ১০ বার এই অভ্যাসটি চালিয়ে যান।

ঘাড়ের মেদ বা ডবল চিন নিয়ে অনেকেই বিড়ম্বনায় পড়েন। ছাদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট দিয়ে আকাশকে চুমু খাওয়ার মতো ভঙ্গি করলে চিবুকের পেশি শক্ত হয়। এটি নিয়মিত করলে মাত্র কয়েক সপ্তাহেই আপনি তফাত বুঝতে পারবেন। মাছের মতো গাল ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে হাসার চেষ্টা করুন, একে বলা হয় 'ফিশ ফেস'। এই ব্যায়ামটি করলে গালের অতিরিক্ত মেদ ঝরে যায় এবং চোয়ালের হাড় বা 'জ-লাইন' আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে আপনাকে দেখতে অনেক স্লিম লাগবে।

রাতারাতি ফল পাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে দিনে অন্তত ১৫ মিনিট সময় নিজের জন্য বরাদ্দ করুন। টানা ৩-৪ মাস নিয়ম মেনে এই যোগাভ্যাস করলে তবেই পরিবর্তন স্থায়ী হবে। মনে রাখবেন, কৃত্রিম প্রসাধনীর চেয়ে প্রাকৃতিক যত্নই দীর্ঘস্থায়ী রূপের রহস্য।

খাবার খেতে খেতে জল খেলে শরীরে কী কী হয়

দুপুরে জমিয়ে মাছ-ভাত খাচ্ছেন কিংবা রাতে রুটি-তরকারি, পাতের পাশে জলের গ্লাসটি থাকা চাই-ই চাই। আর দু-গ্রাস খাওয়ার পরেই জল খাওয়া অনেকেরই জন্মগত অভ্যাস। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, এই একটি ভুল অভ্যাসের কারণে আপনি প্রতিদিন নিজের অজান্তেই শরীরের বারোটা বাজাচ্ছেন। সারাদিনে ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাচ্ছেন কিনা, তার হিসাব রাখলেও, ঠিক কোন সময়ে জল খাচ্ছেন, সেই খেয়াল রাখেন না অনেকেই। আর এখানেই লুকিয়ে রয়েছে গ্যাস্ট্রিক ও বদহজমের আসল চাবিকাঠি।

কেন খাওয়ার সময় জল খাওয়া 'বিষ'? খাদ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, যা খাচ্ছেন তা হজম হতে সাধারণত প্রায় ২ ঘণ্টা সময় লাগে। খাবার পেটে যাওয়ার পর তা হজম করার জন্য শরীরে কিছু বিশেষ উৎসেচক বা পাচক রস নিঃসৃত হয়। এখন আপনি যদি খাবারের সঙ্গে সঙ্গেই ঢক ঢক করে জল খেতে থাকেন, তবে সেই পাচক রস জলের সঙ্গে মিশে পাতলা হয়ে যায়। ফলে খাবার ঠিকমতো হজম হতে পারে না।

চিকিৎসকদের একাংশ স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই অভ্যাসের ফলে শরীরে একাধিক জটিলতা তৈরি হয়: হজমের দফারফা ও গ্যাস: খাবার ঠিকমতো না হজম হওয়ার কারণে পেটে গ্যাস, অম্বল এবং ব্লোটিং বা পেট ফোলার মতো সমস্যা নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়।

ওজন বৃদ্ধি ও স্থূলতা: পরিপাকক্রিয়া ব্যাহত হলে শরীরের মেটাবলিজম কমে যায়, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে ওজনে। মেদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হতে পারে এই অভ্যাস। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি: খাবার সঠিকভাবে হজম না হলে পুষ্টিগুণ রক্তে মেশার প্রক্রিয়ায় গোলমাল দেখা দেয়, যা রক্তে শর্করার মাত্রার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। জল পানের সঠিক সময় কোনটি? তাহলে উপায়? শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং খাদ্যের পুষ্টিগুণ পুরোপুরি গ্রহণ করতে জল পানের টাইমিং বদলাতে হবে। বিশেষজ্ঞরা একটি সহজ রুটিন মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন: খাওয়ার আগে: খাবার খাওয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে জল খেয়ে নিন। এতে পরিপাকতন্ত্র সতেজ থাকে। খাওয়ার পরে: খাবার শেষ করার ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পর জল পান করুন। এই সময়টুকুর মধ্যে পাকস্থলী তার প্রাথমিক হজমের কাজ সেরে ফেলে।

সঠিক সময়ে জল পানের অভ্যাস যদি মাত্র ২১ দিন নিয়ম মেনে করা যায়, তবে ম্যাজিকের মতো তফাত চোখে পড়বে। ১. ওজন নিয়ন্ত্রণ: সঠিক সময়ে জল খেলে মেটাবলিজম বাড়ে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে দারুণ সাহায্য করে। ২. পুষ্টির সঠিক শোষণ: পেটের পাচক রস সক্রিয় থাকায় শরীর খাদ্যে উপস্থিত সমস্ত ভিটামিন ও খনিজ ভালোভাবে শোষণ করতে পারে। ৩. গ্যাস-কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি: অম্বল বা গ্যাস রিফ্লাক্সের সমস্যা দূর হয় এবং পরিপাকতন্ত্র মজবুত থাকে। ৪. ভালো ঘুম: হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিক থাকলে রাতে শরীর হালকা থাকে, যা ভালো ঘুমে সাহায্য করে। তাই আজ থেকেই পাতের পাশের জলের গ্লাসটি একটু দূরে রাখুন। সুস্থ থাকার চাবিকাঠি কিন্তু আপনারই হাতে!

আচমকা বুকে ব্যথা গ্যাস নাকি হার্ট অ্যাটাক

আচমকা বুকে ব্যথা। শরীরজুড়ে মারাত্মক অস্বস্তি। বুঝতে পারছেন না কী করবেন। কাউকে ব্যাখ্যাও করতে পারছেন না ঠিক কী ঘটছে শরীরে। ধরেই নিয়েছেন হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তড়িঘড়ি হাসপাতালে গেলেন। রোগীকে ভর্তিও নিয়ে নিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল হৃদরোগ নয়। বরং, সাধারণ গ্যাসের ব্যথা। বুকের পাশাপাশি বাঁ হাতেও ব্যথা হয়। শ্বাস নিতে সমস্যা। মাথা ঘোরা, চোখে-মুখে অন্ধকার দেখার মতো অবস্থা তৈরি হয়। শরীর অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে যায় এবং দরদর করে ঘাম হতে থাকে। গ্যাসের ব্যথার সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের পার্থক্য কোথায়? গ্যাস হলেও বুকে তীব্র ব্যথা হয়। কিন্তু এই ব্যথার সঙ্গে বুকে জ্বালা ভাব অনুভব করা যায়। তা

এই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি অনেকেই হন। বুঝতে পারেন না কোনটা অ্যান্টাসিড খেলেই কমে যাবে, আবার কখন হাসপাতালে দৌড়তে হবে। অনেক সময়ে হার্ট অ্যাটাককেও গ্যাসের ব্যথা বলে উপেক্ষা করে যান অনেকে। তখন আরও বিপদ ঘটে। সময়ে রোগী চিকিৎসা পায় না এবং অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ কী কী?

হার্ট অ্যাটাকের কারণে যে বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি হয়, তাকে এএমআই বা অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলে। এই অবস্থায় রোগী হঠাৎ তীব্র চাপ অনুভব করে। মনে হয়, বুকের উপর ভারী বস্তু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুকের মাঝখানে তীব্র ব্যথা হয়। এই ব্যথা চোয়াল থেকে শুরু করে বাঁ কাঁধ দিয়ে নীচে নামতে পারে। খেয়াল করবেন, ছাড়া এই ব্যথা বুকের ঠিক মাঝখানে হয় না। পেটের ঠিক উপরে এবং বুকের ঠিক নীচে এই ব্যথা হয়। পাশাপাশি চোঁয়া ঢেকুর ওঠে কিংবা পেট ফাঁপে। বমি বমি ভাবও দেখা দেয়। এই ধরনের উপসর্গ অ্যান্টাসিড খেলে কমে যায়। গ্যাস শরীর থেকে বেরিয়ে গেলেই এই অস্বস্তি কমে যায়। কিন্তু আকস্মিক তীব্র ব্যথা হলে অনেকেই ভয় পেয়ে যান। রোগীকে কখন হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? যদি হার্টের রোগী হন, হাই প্রেশার বা হৃদরোগের সমস্যা থাকে, তা হলে বুকে চাপ বা ব্যথা অনুভব করার মতো লক্ষণ এড়িয়ে যাবেন না। হার্ট অ্যাটাকের কোনও লক্ষণ দেখা দিলে আপৎকালীন ব্যবস্থা নিন। সরবিট্রেট জাতীয় ওষুধ জিভের তলায় রাখতে পারেন। এর পরে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান।

গ্যাস ওভেন ছাড়াই সকালের চটপট কিছু খাবার

সকালের প্রবল ব্যস্ততায় ব্রেকফাস্ট বা সকালের খাবার এড়িয়ে যাওয়া একেবারেই উচিত নয়। গ্যাস বা ওভেন জ্বালানোর ঝামেলা ছাড়া মাত্র ১০ মিনিটেই বানিয়ে নেওয়া যায় স্বাস্থ্যকর খাবার। পুষ্টিগুণে ভরপুর এই চটজলদি ব্রেকফাস্টগুলো সারাদিন শরীর চনমনে রাখতে সাহায্য করে। জারে সুন্দর করে সাজানো ইয়োগার্ট ও ফল এখন স্বাস্থ্যসচেতনদের প্রথম পছন্দ। ব্লুবেরি, কলা ও পিনাট বাটারের সঙ্গে ইয়োগার্ট মিশিয়ে তৈরি এই খাবার খেতে দারুণ সুস্বাদু। এছাড়া রাস্পবেরি ও পেকান বাদামের পারফে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য অত্যন্ত উপকারী।

মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে হলে রিকোটা চিজ ও ইয়োগার্টের পারফে হতে পারে সেরা একটি বিকল্প। আগের রাতে সব উপকরণ জারে ভরে ফ্রিজে রেখে দিলে সকালে উঠেই তা খাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। কলার সঙ্গে পিনাট বাটারের মিশ্রণ থেকে সকাল সকাল মেলে ফ্যাট ও প্রোটিনের জোগান। চিবিয়ে খাওয়ার সময় না পেলে চোখ বুজে ভরসা করা যায় পুষ্টিকর স্মুদি বা শেকের উপর। আমন্ড বাটার এবং চকোলেট-কলার স্মুদি যেমন পেট ভরায়, তেমনই এর স্বাদও হয় বেশ লোভনীয়। কমলালেবু, পিচ ফল আর চিয়া সিড একসঙ্গে ব্লেন্ড করে সহজেই বানানো যায় রিফ্রেশিং পানীয়। মিষ্টি স্বাদের জন্য এই স্মুদিতে চিনির বদলে পুষ্টিকর খেজুর ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। চিয়া সিড থেকে শরীর অনায়াসেই পেয়ে যায় দিনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও ওমেগা-৩। অন্যদিকে, স্ট্রবেরি ও প্যাশন ফ্রুটের ট্যাঞ্জি স্মুদি তৈরি হয়ে যায় মাত্র ৫ মিনিটেরও কম সময়ে। মিষ্টি স্বাদের জন্য এই স্মুদিতে চিনির বদলে পুষ্টিকর খেজুর ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। চিয়া সিড থেকে শরীর অনায়াসেই পেয়ে যায় দিনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও ওমেগা-৩। অন্যদিকে, স্ট্রবেরি ও প্যাশন ফ্রুটের ট্যাঞ্জি স্মুদি তৈরি হয়ে যায় মাত্র ৫ মিনিটেরও কম সময়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, কাঁচা হলুদ শরীরের যে কোনও প্রদাহ বা ইনফ্লেমেশন কমাতে ভীষণ কার্যকরী। নারকেলের দুধ, বরফ জমানো আম, মধু ও এক চিমটে হলুদ দিয়ে বানানো যায় ম্যাঙ্গো স্মুদি বোল। হলুদে থাকা "কারকিউমিন" নামক উপাদানটি নিমেষের মধ্যে ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। চিনি ছাড়া শ্রেডেড হুইটের সঙ্গে কিশমিশ ও আখরোট মেশালে তৈরি হয় ফাইবার যুক্ত ব্রেকফাস্ট। তবে বাজার থেকে এই ধরনের খাবার কেনার আগে প্যাকেটের গায়ে সুগারের পরিমাণ দেখে নেওয়া উচিত। সময়ের অভাব ভুলে এই রেসিপিগুলোর যে কোনও একটি বেছে নিয়ে সুস্থভাবে দিন শুরু করা যায়।

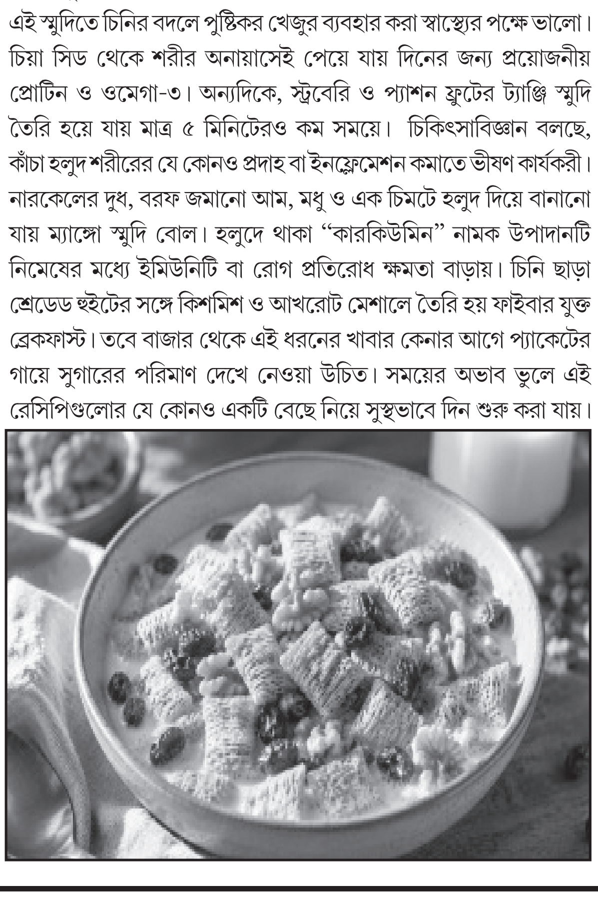

বালিশ ছাড়া, না বালিশ নিয়ে ঘুমলে শিরদাঁড়া, ঘাড়ে ব্যথা হবে না?

সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর ঘাড় শক্ত হয়ে থাকা কিংবা পিঠের ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া- অনেকেরই নিত্যদিনের সঙ্গী। আপনার কি শরীর চনমনে হওয়ার বদলে মনে হয় সারা রাত যুদ্ধ করে উঠেছেন? এই সমস্যার মূলে কি আপনার প্রিয় বালিশটি? মেরুদণ্ড এবং ঘাড়ের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে বালিশ নিয়ে ঘুমানো ভালো নাকি বালিশ ছাড়া, তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সাম্প্রতিক গবেষণা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত বলছে, উত্তরটা লুকিয়ে আছে আপনার শোয়ার ভঙ্গিতে।

অনেকের ধারণা বালিশ ছাড়াই ঘুমনোই সবচেয়ে বেশি ভালো। কিন্তু 'বোল্ড স্কাই'-এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন এবং অস্থি বিশেষজ্ঞদের মতে, বালিশের মূল কাজ হল ঘাড় ও মেরুদণ্ডকে একটি নির্দিষ্ট সরলরেখায় ধরে রাখা। যদি আপনার বালিশের উচ্চতা সঠিক হয়, তবে এটি ঘাড়ের স্বাভাবিক বক্ররেখা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এতে ঘাড়ের পেশিগুলো বিশ্রাম পায় এবং ব্যথার ঝুঁকি কমে। এছাড়া আজকাল বাজারে অ্যান্টি-অ্যালার্জেনিক বালিশ পাওয়া যায়, যা ধুলোবালি থেকে শ্বাসকষ্টের রোগীদের সুরক্ষা দেয়। বিশেষ করে যাদের সাইনাস বা মাইগ্রেনের সমস্যা আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে মাথা সামান্য উঁচুতে রেখে ঘুমনো বেশি আরামদায়ক হতে পারে।

অন্যদিকে, বালিশ ছাড়া ঘুমনোরও কিছু বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে। যখন আমরা সমতলে বালিশ ছাড়াই শুই, তখন মেরুদণ্ড তার স্বাভাবিক অবস্থানে থাকে। যারা চিত হয়ে ঘুমন, তাঁদের জন্য এটি বেশ কার্যকর। বালিশ ছাড়া ঘুমলে মুখের ত্বকের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে না, যা দীর্ঘমেয়াদে বলিরেখা বা ব্রণ কমাতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া এতে মাথা ও ঘাড়ে রক্ত সঞ্চালন নির্বিঘ্ন হয়, ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠলে শরীর অনেক বেশি সতেজ লাগে।

কার জন্য কোনটি সঠিক?

আসল কথা হল, আপনার শরীরের গঠন এবং শোয়ার ধরনই ঠিক করে দেবে আপনি বালিশ নেবেন কি না। আপনি যদি পাশ ফিরে ঘুমান, তবে ঘাড় ও কাঁধের দূরত্ব মেটাতে বালিশ অপরিহার্য। আবার যদি উপুড় হয়ে ঘুমনোর অভ্যাস থাকে, তবে বালিশ ছাড়াই ঘুমনো ভালো, নাহলে মেরুদণ্ডে টান পড়তে পারে। যদি দেখেন বালিশের ব্যবহার আপনার ঘাড় ব্যথার কারণ হচ্ছে, তবে পাতলা বালিশ ট্রাই করতে পারেন অথবা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন। সুনিদ্রাই হল সুস্থতার চাবিকাঠি। আপনার যদি কোনও দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার সমস্যা না থাকে, তবে যে অবস্থানে আপনি আরাম পান এবং সকালে সতেজ অনুভব করেন, সেটিই আপনার জন্য সেরা উপায়।

ফোনে বৃষ্টির জল ঢুকলে চালের ড্রামে রাখলেই বাঁচবে হাজার হাজার টাকা

স্মার্টফোন আজকাল আমাদের জীবনের এমন এক সঙ্গী, যা এক মুহূর্তের জন্যও হাতছাড়া করা যায় না। কিন্তু হঠাৎ যদি মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজে ফোনে জল ঢুকে যায়, বা অসাবধানতায় হাত থেকে গলে বেসিনে বা বালতিতে পড়ে যায়? অমনি মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে! এমন বিপদে পড়ে বেশিরভাগ মানুষই একটা প্রচলিত ভুল কাজ চোখ বন্ধ করে করে বসেন, ফোনটা তুলে সোজা রান্নাঘরের চালের ড্রামে বা চালের বস্তায় গুঁজে দেন। আপনিও কি বৃষ্টিতে ভিজলে বা জলে পড়লে ফোন চালে রেখে দেন? এখনই থামুন! গ্যাজেট বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই টোটকা উল্টে ফোনের মারাত্মক ক্ষতি করে দেয়।

চালের ড্রামে ফোন রাখলে কী সমস্যা হয়?

চাল শুকনো মনে হলেও এর গায়ে সূক্ষ্ম গুঁড়ো, ধূলিকণা আর স্টার্চ থাকে। ভেজা ফোন চালের মধ্যে রাখলে সেই চালের গুঁড়ো চার্জিং পোর্ট, স্পিকার ও হেডফোন জ্যাকের ভেতরে ঢুকে জমাট বেঁধে যায়। পরে তা শুকিয়ে গিয়ে পোর্ট সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়, যার ফলে ফোন আর চার্জই হতে চায় না বা স্পিকার চিরতরে খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া চালে ফোন রেখে দিলে ভেতরে থাকা জল শুকায় না, ফলে ভেতরে ভেজা ভাব থেকে ইলেকট্রনিক বোর্ডে জং বা মরিচা ধরে ফোন পুরো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তাই বৃষ্টিতে ভিজলে বা জলে পড়লে চালের ভরসায় না থেকে সঙ্গে সঙ্গে এই ৩টি সহজ কাজ করুন: ফোন সাথে সাথে অফ করুন ও কভার খুলুন ফোন জলে ভেজার সঙ্গে সঙ্গেই কোনও কথা না ভেবে পাওয়ার অফ বা বন্ধ করে দিন। ভেজা অবস্থায় কারেন্ট চললে ভেতরের ছোট ছোট যন্ত্রাংশ শর্ট সার্কিট হয়ে মুহূর্তে পুড়ে যেতে পারে। এরপর ফোনের পেছনের কভার, সিম কার্ড এবং মেমোরি কার্ড সঙ্গে সঙ্গে খুলে আলাদা করে ফেলুন। নরম কাপড়ে মুছে স্বাভাবিক হাওয়ায় শুকোন একটি শুকনো সুতি বা নরম কাপড় দিয়ে ফোনের বাইরের জল খুব ভালোভাবে মুছে নিন। কিন্তু খবরদার, তাড়াতাড়ি শুকাতে গিয়ে হেয়ার ড্রায়ার বা গরম হাওয়া দেবেন না! গরম হাওয়ায় ভেতরের সূক্ষ্ম প্লাস্টিক গলে গিয়ে হিতে বিপরীত হবে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি ঘরের মধ্যে ফ্যানের নিচে একটি শুকনো তোয়ালে বা খবরের কাগজের ওপর ফোনটি রেখে শুকোতে দেন। আপনার কাছে যদি নতুন জুতো বা ব্যাগের বাক্সে থাকা সিলিকা জেলের ছোট সাদা প্যাকেট থাকে, তবে একটা এয়ারটাইট কৌটোয় কয়েকটা সিলিকা জেলের প্যাকেটের সঙ্গে ফোন রেখে দিন, কারণ এটা খুব দ্রুত হাওয়ার ভেজা ভাব শুষে নেয়। স্পিকার পরিষ্কার করুন ও ধৈর্য্য ধরুন বৃষ্টির জলে স্পিকার আটকে গেলে সাউন্ড অস্পষ্ট শোনায়। এর জন্য বিশেষ ধরনের ওয়াটার রিমুভার সাউন্ড অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো থেকে বিশেষ শব্দ তরঙ্গ তৈরি হয়, যা স্পিকারের ভেতরের জমে থাকা জল ধাক্কা মেরে বের করে দেয়। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল ধৈর্য্য! ফোনটি অন্তত ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সম্পূর্ণ শুকাতে দিন। তার আগে মোটেও চার্জারে গুঁজে অন করার চেষ্টা করবেন না।

হাতের কাছে থাকা এই কয়েকটা সাধারণ বুদ্ধি আর একটু ধৈর্য রাখলেই দামি ফোনটা বেঁচে যাবে। তাই এবার থেকে বৃষ্টিতে ভিজে গেলে বা জলে পড়লে চালের পাত্রে না রেখে, এই সহজ বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে চলুন!

ইহা কোনো স্বাধীনতা নয়

রতন দাস

ইহা কোনো স্বাধীনতা নয়
রক্তের বিনিময়,
বলিদান আমাদের পূর্বপুরুষের
জীবন করেছে ক্ষয়।
বর্ষিত গুলিতে দিয়েছে প্রাণ
শহীদ বীরেরই দল,
আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত
কোথাও মেলেনি জল।
প্রাণ দিয়েছে শহীদ বীরেরা
করতে দেশের উদ্ধার,
খেয়েছে গুলি বিঁধেছে তীর
তবু মানেনি হার।
রক্তে রাঙা প্রান্তর ঘেরা
নেই সবুজের ছাপ,
জ্বলেছে পুড়েছে
ক্রোধের আগুনে
আমাদের দাদু-কাকা আর বাপ।
সময়টা ক্রোধিত হুংকারে হুংকারে
গর্জনে বাঘ- সিংহ,
মরেছে পুরেছে লক্ষ্যে-সহস্রে
হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রায় তিনশো।
উড়াবে তবু এই পতাকা
লাল হলে হোক বর্ণ,
যুধিষ্ঠি-অর্জুন আমাদের দলে
দলনেতা শ্রী-কর্ণ।
কত কত বীর শহীদ ভগৎ
নেতাজি-ক্ষুদিরাম,
ছিড়েছে শরীর বোমায় পড়ে
অজানা কত নাম।
কাশ্মীর-গুজরাট-কন্যাকুমারী
মেঘালয়ে মৌসিনরাম,
ভুলেছে কখন হয়েছে সন্ধ্যা
হয়েছে কখন সাম।
লুকিয়ে লুকিয়ে পাহারা দিয়েছে
গুনেছে প্রহর ঘন্টা,
যবে মরেনি দু-চার ইংরেজ
শান্ত হয়নি মনটা।
ঘটেছে কত চৌরিচৌরা
পুড়েছে সেনার দল,
পালালো সুভাষ জাপান জার্মান
করেছে কে যে ছল।
এমনি এমনি হয়নি স্বাধীন
আমাদের ভারতবর্ষ,
কতো তাজা প্রাণ, হলো বলিদান
তব পরে স্বাধীনতার স্পর্শ।

ধলাই পূর্ত দপ্তরে অনিয়মের অভিযোগ, বদলি ও তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ১১ আগস্ট: সরকারি নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে ধলাই জেলা পূর্ত দপ্তরে কাজকর্ম পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে। দপ্তরের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং মনু সাব-ডিভিশনের সাব-ডিভিশনাল অফিসার -এর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক অভিযোগ উঠলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকরী তদন্ত বা পদক্ষেপ না হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। অভিযোগ, ধলাই জেলা পূর্ত দপ্তরের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে অফিস পরিচালনায় অনিয়ম, ঠিকাদারদের ফাইল আটকে রাখা এবং পছন্দের ঠিকাদারদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। লাইসেন্স নবীকরণ কিংবা বিভিন্ন কাজের ডেভিয়েশন সংক্রান্ত বিষয়ে ঠিকাদারদের দিনের পর দিন অফিসে ঘোরানো হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।

আরও অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে একই জায়গায় দায়িত্বে থাকার কারণে নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে এবং তাঁদেরই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এদিকে, মনু সাব-ডিভিশনের পূর্ত দপ্তরের এসডিও পি.বি. চাকমা-র বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। ঠিকাদারদের কাছ থেকে বেআইনি সুবিধা নেওয়া, নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাজ পাইয়ে দেওয়া এবং কাজ বণ্টনে পক্ষপাতিত্বের মতো অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলির বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি তদন্তের ফলাফল প্রকাশ্যে আসেনি।

সূত্রের দাবি, গত ১৫ জুলাই একটি নির্দেশিকার মাধ্যমে ছঙ্গঞ্জ পি.বি. চাকমার বদলির নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যকর না হয়ে বর্তমানে তা 'হোল্ড' অবস্থায় রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বদলির নির্দেশ জারি হওয়ার পরও কীভাবে তিনি একই পদে বহাল রয়েছেন, তা নিয়েই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

অন্যদিকে, ধলাই জেলা পূর্ত দপ্তরের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরও বদলি বা বিভাগীয় তদন্ত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। তাঁদের প্রশ্ন, অভিযোগগুলি যদি গুরুতর হয়ে থাকে, তাহলে কেন এখনও পর্যন্ত বিভাগীয়ভাবে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে না? দপ্তরের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলির পাশাপাশি বদলির নির্দেশ স্থগিত রাখার বিষয়টি নিয়েও শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরকারি দপ্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর বারবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ধলাই পূর্ত দপ্তরকে ঘিরে ওঠা অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, ধলাই জেলা পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ১৫ জুলাই জারি হওয়া বদলি নির্দেশের বিষয়ে শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মঙ্গলবার বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন বামসমর্থিত সংগঠন।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রোগী মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনার চারদিনের মাথায় সমঝোতা, উঠছে একাধিক প্রশ্ন

ধর্মনগর, ১১ আগস্ট: রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত ৬ আগস্ট ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল ভাঙচুর এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে রোগীর পরিজনদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরদিন চিকিৎসক ডা. সোমালি নাথের পক্ষ থেকে ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মামলায় ডিডব্লিউএস-এর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সোহেল আহমেদ-সহ আরও কয়েকজনের নাম ছিল বলে জানা গেছে। ঘটনার পর চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল, তাঁদের মারধর ও হেনস্তা করা হয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতালের ইসিজি মেশিন ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগও সামনে আসে। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে। তবে ঘটনার মাত্র চার দিনের মাথায় পরিস্থিতিতে আসে নাটকীয় পরিবর্তন। সোমবার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয়, দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির মীমাংসা হয়েছে। এই সমঝোতা ঘিরেই এখন ধর্মনগরজুড়ে শুরু হয়েছে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডা. সোমালি নাথ, মৃত রোগীর ছেলে রুবেল আহমেদ, ডিডব্লিউএস-এর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সোহেল আহমেদ, ডা. সুদীপ সরকার এবং ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. সন্দীপক রায়। উল্লেখ্য, গত ৬ আগস্ট রাজবাড়ি এলাকার ৬৫ বছর বয়সি আবদুল জালাল উদ্দিনের মৃত্যু হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসায় গাফিলতি এবং দীর্ঘ সময় ইসিজি না করার অভিযোগ তোলা হয়। এরপরই হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালের ভাঙচুর, কর্তব্যরত চিকিৎসকের সঙ্গে হাতাহাতি এবং ডা. সোমালি নাথকে হেনস্তার অভিযোগও সামনে আসে। পরদিন ডা. সোমালি নাথের পক্ষ থেকে ধর্মনগর থানায় লিখিত মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু চার দিনের মধ্যেই দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার ঘোষণা সামনে আসায় প্রশ্ন উঠেছেযে অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছিল, তা কীভাবে এত দ্রুত মীমাংসিত হলো? চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে হামলা বা হাসপাতালের সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার মতো অভিযোগ থাকলে ভবিষ্যতে একই ধরনের ঘটনা ঘটলে তার কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। চিকিৎসক ও হাসপাতালকর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। অন্যদিকে, মৃত রোগীর পরিবারের অভিযোগ এবং চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে ওঠা পাল্টা অভিযোগদুই ক্ষেত্রেই প্রকৃত ঘটনা কী ছিল, তা নিয়েও স্পষ্টতা দাবি করা হচ্ছে। সমঝোতার আগে ও পরে প্রশাসনিক বা পুলিশি প্রক্রিয়ার কী অবস্থান ছিল, সেটিও জানার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

এবং সেই সময়েই জাতীয় গানটির ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হচ্ছেযা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর অধীনে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান শুরু হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে নাগরিকদের নিজেদের বাড়িতে জাতীয় পতাকা নিয়ে আসা এবং তেরঙ্গা উত্তোলনে উৎসাহিত করা। এই উদ্যোগের মূল ভাবনা ছিল, জাতীয় পতাকার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে শুধুমাত্র সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে সীমাবদ্ধ না রেখে তা ব্যক্তিগত দেশাত্মবোধের প্রকাশে পরিণত করা। নাগরিকদের বাড়িতে তেরঙ্গা নিয়ে আসার মাধ্যমে জাতীয় পতাকাকে দেশের সঙ্গে ব্যক্তিগত আবেগ ও সম্পর্কের প্রতীক করে তোলার পাশাপাশি দেশ গঠন এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতি সম্মিলিত অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরাই এই অভিযানের লক্ষ্য। এ বছর 'হর ঘর তিরঙ্গা ২০২৬' উৎসর্গ করা হয়েছে 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছরের ঐতিহাসিক যাত্রার চেতনায়। এর মাধ্যমে দেশাত্মবোধ, তেরঙ্গার প্রতি গর্ব এবং মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসার বার্তা তুলে ধরা হচ্ছে।

তপ্ত হল সংসদ চত্বর

● প্রথম পাতার পর

করেন। তিনি বলেন, ক্ষমতায় থেকেও বিজেপি কিছু করতে পারছে না। ঝাড়খণ্ডে রাজ্য সরকার বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছে এবং তাঁদের নেতা রাহুল গান্ধীও স্পষ্টভাবে বলেছেন, পড়ুয়াদের দমন করা উচিত নয় এবং তাঁদের সমস্যার কথা শুনতে হবে। অন্যদিকে বিজেপি সাংসদ দীনেশ শর্মা পড়ুয়াদের বিষয় নিয়ে রাহুল গান্ধীর 'বাছাই করা' অবস্থানের অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, ঝাড়খণ্ডের ঘটনায় রাহুল গান্ধী চোখ বন্ধ করে রয়েছেন। এই ধরনের 'বাছাই করা অবস্থান' আর চলবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্রও ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়াদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে রাহুল গান্ধী ও বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেন। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর লাঠিচার্জ ও অন্যান্য পদক্ষেপের নির্দেশ কে দিয়েছিল, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। পাত্র বলেন, ঝাড়খণ্ড সরকারের বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসেবে রাহুল গান্ধীর দলের সদস্যরা দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, "তাহলে রাহুল গান্ধী কি দায়ী নন? তাঁর নির্দেশে কি এসব ঘটেনি?" তিনি আরও বলেন, যদি রাহুল গান্ধীর নির্দেশে এই ঘটনা না ঘটে থাকে, তাহলে তাঁকে সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে স্পষ্ট করে জানাতে হবে যে তিনি ঝাড়খণ্ড সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। পাত্রের অভিযোগ, সরকার যখন জানিয়েছে যে পড়ুয়াদের আন্দোলন নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বক্তব্য দেবেন, তখনও রাহুল গান্ধী আলোচনায় অংশ না নিয়ে 'পালিয়ে যাচ্ছেন'। এই পরিস্থিতি চলতে পারে না এবং রাহুল গান্ধীকে জবাব দিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সংসদের বাইরে দুই পক্ষের এই মুখোমুখি অবস্থানের মধ্যেই ভিতরে অধিবেশনও বারবার ব্যাহত হয়। পড়ুয়াদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষ নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় সংসদের কার্যক্রম ঘিরে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে।

কাঞ্চনবাড়িতে বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

চার্জ-সহ বিভিন্ন অতিরিক্ত চার্জের বোঝাও চাপছে গ্রাহকদের ওপর। ফলে দিন আনা দিন খাওয়া সাধারণ মানুষ এবং ব্যাটারিচালিত গাড়ি ও ই-রিকশা চালকেরা আর্থিক সমস্যার মুখে পড়ছেন বলে অভিযোগ তাঁদের। সকাল থেকে কাঞ্চনবাড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে একটানা বিক্ষোভ চললেও দীর্ঘক্ষণ কোনও সন্তোষজনক আশ্বাস না মেলায় সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা দপ্তরের সামনের প্রধান সড়ক অবরোধ করেন। এমনকি দপ্তরের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ারও পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডেভিড চাকমা, বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিজিএম আশীষ বণিক, এজিএম নিতাই দেববর্মা, ডিসিএম, সিনিয়র ম্যানেজার, ফটিকরায় থানার ওসি-সহ প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের অন্যান্য আধিকারিকরা। পরে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ডিজিএম আশীষ বণিক, এজিএম নিতাই দেববর্মা এবং কাঞ্চনবাড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র ম্যানেজার যৌথভাবে আন্দোলনকারীদের লিখিত আশ্বাস দেন। লিখিত আশ্বাসে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল, স্মার্ট মিটারে দ্রুত টাকা কেটে যাওয়ার অভিযোগ এবং রিচার্জ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার কথা জানানো হয়। পাশাপাশি স্মার্ট মিটারের বিভিন্ন চার্জ ও রিচার্জ সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কোনও গ্রাহককে অহেতুক হয়রানি না করার আশ্বাস দেওয়া হয়। গ্রাহকদের অভিযোগ শোনা ও দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও জানানো হয়। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর প্রশাসন ও বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও ডিসিএমের মধ্যস্থতায় রাত প্রায় ৯টা নাগাদ আন্দোলনকারীরা আপাতত পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন। তবে দেওয়া প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়িত না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় বিদ্যুৎ গ্রাহকরা।

সিপিআইয়ের গণঅবস্থান

● প্রথম পাতার পর

দিল্লি মার্চের মূল স্লোগান'পরিবর্তন অনিবার্য'। সিপিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দিল্লি মার্চকে সফল করতে গত ৬ আগস্ট থেকে দেশজুড়ে পদযাত্রা শুরু হয়েছে। আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। তারই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার আগরতলায় গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। গণঅবস্থান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম কমানো এবং শ্রমিকবিরোধী শ্রমকোড বাতিলের দাবি জানানো হয়। কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণে সি২+৫০ শতাংশ ফর্মুলা কার্যকর, বীজ বিল ও বিদ্যুৎ বিল বাতিল, নতুন বনাধিকার আইন প্রত্যাহার এবং স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা বন্ধের দাবিও ওঠে। এছাড়া বিধানসভা ও সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ আইন দ্রুত কার্যকর, সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত, জাতীয় শিক্ষা নীতি ও এনটিএ বাতিল এবং জিআরএএমজি -এর পরিবর্তে আরইজিএ চালু করে বছরে ২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। রাজ্যের জরাজীর্ণ রাস্তা ও জাতীয় সড়ক দ্রুত সংস্কার, কেন্দ্রীয় হারে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ডিএ এবং পেনশন প্রদান, নারী নির্যাতন ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং দলিত ও আদিবাসীদের উপর অত্যাচার ও উচ্ছেদ বন্ধের দাবিও জানানো হয়। পাশাপাশি এডিসি -কে আরও ক্ষমতা প্রদান, বেকারদের কর্মসংস্থান, সরকারি শূন্যপদ পূরণ, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাতিল, গৃহহীনদের সরকারি উদ্যোগে ঘর নির্মাণ এবং অনিয়মিত সরকারি কর্মচারীদের দ্রুত নিয়মিত করার দাবিও উত্থাপন করা হয়। কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সিপিআইয়ের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মিলন বৈদ্য, কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক রসবিহারী ঘোষ, এআইটিইউসি নেতা ধনমণি সিনহা, সিপিআই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নীলমণি দেব ও বিকাশ দে, গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্র রিয়াং এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান উইমেনের রাজ্য সম্পাদক জয়া বিশ্বাস। বক্তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির সমালোচনা করে বলেন, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের সংকট, কৃষক ও শ্রমিকদের দুর্দশা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে পরিষেবার বিভিন্ন সমস্যার বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানান তাঁরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সিপিআইয়ের কর্মী-সমর্থকরা এই গণঅবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেন। পাশাপাশি আগামী ১ সেপ্টেম্বরের 'দিল্লি মার্চ' সফল করতে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়।

আই টি আই - ভর্তির বিজ্ঞপ্তি - ২০২৬

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে উনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার অন্তর্গত পেচারথলে একটি নতুন সরকারি আইটিআই (ITI) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থায়ী আইটিআই- এর পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রক্রিয়াধীন থাকায়, পেচারথলের নালকাটা হাই স্কুল প্রাঙ্গণে অস্থায়ীভাবে আইটিআই-এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ২০২৬ সাল থেকে এই অস্থায়ী আইটিআই-তে SCVT অনুমোদিত নিম্নলিখিত কারিগরি শিক্ষা কোর্সে শিক্ষাদান শুরু হবে —

কোর্স/ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	আসন সংখ্যা
স্টেনোগ্রাফার এন্ড সেক্রেটারিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইংলিশ)	১ বছর	মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	২০
স্মার্টফোন টেকনিশিয়ান কাম অ্যাপ টেস্টার	৬ মাস	মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	২০

উক্ত আইটিআই-তে ভর্তির জন্য ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নির্দিষ্ট নমুনায় আবেদনপত্র দাখিলের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র দাখিলের স্থান ও সময়সীমা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

আবেদনপত্র জমার সময়সীমা	আবেদনপত্র জমা দেওয়ার স্থান	সময়
১২/০৮ট২০২৬ থেকে ৩১/০৮/২০২৬ইং পর্যন্ত	১. আইটি আই কৈলাসহর	সকাল ১১.০০ থেকে দুপুর ৩.৩০ পর্যন্ত
	২. আই টি আই ধর্মনগর	
	৩. আই টি আই লংতরাইভ্যালী	

NB:- ভর্তির আবেদন পত্রের সাথে প্রয়োজনীয় সব শংসা পত্রের ফটো কপি (photocopy) জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। এ ছাড়া অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ উপরিউক্ত উল্লিখিত আই টি আই গুলির নোটিশ বোর্ডে দেওয়া আছে। ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানার যোগাযোগ নম্বর- ৪৬২৯০০০৪৬১/৯৬১২৬০৬৫৫৯।

অধিকর্তা
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-761/26

জলমগ্ন সোনামুড়া, ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, বৃষ্টির জল বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁদের। অন্যদিকে, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পরিস্থিতিও একই রকম। কোথাও কোথাও রাস্তায় হাঁটুসমান জল জমে রয়েছে। দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকায় নোংরা আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে প্রতি বছর বর্ষার সময় জলাবদ্ধতার সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যানের নিজ নিজ ওয়ার্ডেই যদি জল নিষ্কাশনের এমন বেহাল পরিস্থিতি হয়, তাহলে অন্যান্য ওয়ার্ডের পরিস্থিতি কীএই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। অবিলম্বে এলাকার ড্রেন ও নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার, জল নিষ্কাশনের স্বাভাবিক পথ পুনরুদ্ধার এবং অবৈধ মাটি ভরাট বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন সোনামুড়ার বাসিন্দারা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে সামান্য বৃষ্টিতেই যাতে শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন না হয়, তার জন্য স্থায়ী সমাধানের দাবি উঠেছে।

মিটারের ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম -এর কোনও স্বাধীন ক্ষমতা নেই। ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন প্রতিবছর বিদ্যুৎ ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মীদের বেতনসহ বিভিন্ন খরচ বিবেচনা করে ট্যারিফ ও বিভিন্ন চার্জ নির্ধারণ করে জানিয়ে দেয় রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমকে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ বিল নিয়ে মানুষের অসন্তোষের পর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, বিদ্যুৎমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা বৈঠক করেছেন। তিনি বলেন সরকার কোনওভাবেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না। ভোক্তাদের কীভাবে স্বস্তি দেওয়া যায়, তা নিয়ে শীঘ্রই ফের বৈঠক করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিরোধীদের সমালোচনা করে রতন লাল নাথ বলেন, অতীতের ঘটনা ভুলে গিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। তাঁর দাবি, স্মার্ট মিটার প্রকল্পের গোড়াপত্তন বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই হয়েছিল, অথচ বর্তমানে সেই প্রকল্পের ব্যর্থতার দায় বর্তমান সরকারের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৭ সালের ৯ জুলাই তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী মানিক দে রাজ্যে স্মার্ট মিটার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকে আরও কার্যকর ও সময়োপযোগী করা। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে তৎকালীন সরকারের ব্যর্থতা এবং আর্থিক অনিয়মের কারণে সেই উদ্যোগ প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। তিনি বলেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নেওয়া সিদ্ধান্ত ও প্রকল্পের ব্যর্থতার দায় এড়িয়ে এখন রাজনৈতিকভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে।

আটকে পড়লেন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দূর-দূরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন বহু পরিবার। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থ ব্যক্তিরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে এলাকায় নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। প্রশাসনের আশ্বাসে আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করা হলেও দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঝুলিয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

অভাবে তাঁদের পড়াশোনা কোনওভাবেই বন্ধ রাখা যাবে না। দ্রুত বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষককে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি প্রতিটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। পড়ুয়াদের এই বিক্ষোভের পর শিক্ষা দফতর এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা।

সম্পূর্ণ ডিজিটাল হচ্ছে ঃ সচিব

● প্রথম পাতার পর

কুমার অরোরা, ড. শৈলেশ কুমার যাদব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তথা ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি -এর মিশন ডিরেক্টর সাজু ওয়াহিদ এ., আইএএস এবং ত্রিপুরার এবিডিএম -এর স্টেট মিশন ডিরেক্টর ড. জি. সারত নায়ক, আইএএস-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

এর আগে সোমবার ড. বার্নওয়াল আগরতলার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগরতলা সিভিল হাসপাতাল পরিদর্শন করে হাসপাতালের ডিজিটাল পরিকাঠামো ও কাগজবিহীন পরিষেবা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। ওপিডি ও আইপিডি -তে ডিজিটাল ব্যবস্থার ব্যবহার এবং 'কম্পিউটার অন হুইলস' পরিষেবাও তিনি পর্যালোচনা করেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে হাসপাতালের কর্মীরা রোগীর শয্যার পাশে থেকেই ডিজিটালি রোগীর তথ্য নথিভুক্ত ও পরিচালনা করতে পারেন।

হাসপাতালের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে ড. বার্নওয়াল জানান, ভারতে এতটা সমন্বিত ও কাগজবিহীন স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা খুব কমই তিনি দেখেছেন। ত্রিপুরা যদি বৃহৎ পরিসরে এই উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, তাহলে রাজ্যটি ভারতের অন্যতম 'মডেল ডিজিটাল হেলথ স্টেট' হিসেবে উঠে আসতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি জানান, একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রত্যেক নাগরিকের আভা আইডি, প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হেলথ ফেসিলিটি রেজিস্ট্রি -তে নিবন্ধন এবং চিকিৎসকদের হেলথকেয়ার প্রোফেশনাল রেজিস্ট্রি -তে অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। পাশাপাশি সমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে আইএইচএমআইসি এবং এবিডিএম -সমর্থিত সফটওয়্যারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

কর্মশালায় ড. বার্নওয়াল এবিডিএম -কে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চালু হওয়া এই মিশনের অধীনে দেশে ইতিমধ্যেই ৯৭ কোটিরও বেশি আভা আইডি তৈরি হয়েছে।

স্বাস্থ্যসচিব কিরণ গিত্তে জানান, ত্রিপুরার একাধিক স্বাস্থ্য পরিষদযেমন মেডিক্যাল, ফার্মেসি, নার্সিং এবং অ্যালাইড হেলথ কাউন্সিলইতিমধ্যেই অনলাইন আবেদন, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং অনলাইনে শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছে।

তিনি বলেন, সময় এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলেও লক্ষ্য স্পষ্ট এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরো স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ডিজিটাল করার বিষয়ে সরকার আত্মবিশ্বাসী। আগামী নভেম্বর মাসে. সিইওকে ফের ত্রিপুরায় আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ডিজিটাল রূপান্তরের সাফল্য তুলে ধরার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা -র অগ্রগতির তথ্যও তুলে ধরা হয়। ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ত্রিপুরায় পিএম-জেএওয়াই -এর অধীনে ১৬.৬ লক্ষেরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৫.৭ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগী ক্যাশলেস চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। হাসপাতালগুলির মাধ্যমে ৩০৭ কোটি টাকারও বেশি চিকিৎসা-সংক্রান্ত দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও ত্রিপুরার বাইরে তালিকাভুক্ত হাসপাতালে আরও ৯,২৮৩ জন সুবিধাভোগী ক্যাশলেস চিকিৎসা পেয়েছেন। অন্যদিকে, সিএম জেএওয়াই-এর অধীনে ৬.৩ লক্ষেরও বেশি কার্ড ইস্যু হয়েছে। এই প্রকল্পে ৯২ হাজারেরও বেশি মানুষ ক্যাশলেস চিকিৎসা নিয়েছেন এবং ৫০ কোটি টাকারও বেশি চিকিৎসা-সংক্রান্ত দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে। রাজ্যের বাইরে আরও ২,২১৮ জন সুবিধাভোগী চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে পিএম- জেএওয়াই এবং সিএম জেএওয়াই-এর আওতায় বড় ধরনের অস্ত্রোপচার করানো চারজন সুবিধাভোগীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের ক্যাশলেস চিকিৎসার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে প্রকল্পগুলির জন্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে 'মডেল জেলা' হিসেবে ব্যবহার করে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা দ্রুত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই উদ্যোগ সফল হলে দেশের অন্যতম ডিজিটালি সক্ষম স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা হিসেবে ত্রিপুরাকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ আরও প্রশস্ত হবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার।

করেছে কংগ্রেস ঃ সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর

ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করছে। কংগ্রেসকে নিশানা করে মন্ত্রী বলেন, দিল্লিতে এক নীতি, বাংলায় আরেক নীতি, ত্রিপুরায় অন্য নীতি, ঝাড়খণ্ডে অন্য নীতি এবং কেরলে আবার অন্য নীতি। এই দ্বিমুখী রাজনীতির কারণেই কংগ্রেস ক্রমশ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গে ত্রিপুরার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুশান্ত। তাঁর বক্তব্য, জিতেন্দ্র চৌধুরী দিল্লিতে গিয়েছেন, কিন্তু ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে চলমান ছাত্র আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে কেন যাননি, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

ঝাড়খণ্ডে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশের 'বর্বরোচিত হামলা'র অভিযোগও করেন তিনি। এমনকি আন্দোলনের সময় মহিলা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে বলেও দাবি করেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, ছাত্রদের ন্যায্য দাবি নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হলে সেখানে প্রশাসনের দমনমূলক ভূমিকা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকেও সরাসরি আক্রমণ করেন সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, জেএমএমের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট থাকার কারণেই ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে রাহুল গান্ধী নীরব রয়েছেন। তিনি বলেন, ছাত্রদের অধিকার নিয়ে রাহুল গান্ধী যদি সত্যিই চিন্তিত হন, তাহলে ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ছাত্রদের দাবিগুলি পূরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করা উচিত। মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে কংগ্রেস। তাঁর দাবি, রাঁচিতে ছাত্রদের আন্দোলন চললেও কংগ্রেস নেতৃত্ব সেখানে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না।

এদিন নীট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিতর্ক প্রসঙ্গেও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংসদে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করেছিল। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সরকার বিষয়টির সমাধানে আইন প্রণয়নসহ কঠোর পদক্ষেপের পথে এগিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

সুশান্ত চৌধুরী বলেন, পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দায়িত্ব স্বীকার করে পদত্যাগ করেছিলেন। এর বিপরীতে কংগ্রেস এই ঘটনাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে আন্দোলন সংগঠিত করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দলীয় রাজনীতির চশমায় দেখা উচিত নয়। সংবাদমাধ্যমকেও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি। তাঁর মতে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করা এবং ছাত্রদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। শেষে ঝাড়খণ্ডের ছাত্রদের প্রতি বিজেপির নৈতিক সমর্থনের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর দাবি, কংগ্রেস-জেএমএম জোট সরকারকে অবিলম্বে ছাত্রদের দাবিগুলি মেনে নিয়ে সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে বিরোধী দলগুলি মানুষের আস্থা হারাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

২৭ নবনিযুক্ত টিসিএস আধিকারিককে জনমুখী প্রশাসনের বার্তা রাজ্যপালের

আগরতলা, ১১ আগস্ট: তৃণমূল স্তরে প্রশাসনিক পরিষেবা আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সরকারি প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সুবিধা রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছেও পৌঁছে দেওয়ার জন্য নবনিযুক্ত টিসিএস আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানালেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

মঙ্গলবার রাজভবনে ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নবনিযুক্ত ২৭ জন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস (টিসিএস) আধিকারিকের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, সরকারি নীতি ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে সাধারণ মানুষের জীবনে বাস্তব সুফলে পরিণত করার ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তিনি আধিকারিকদের স্বচ্ছতা, দক্ষতা, সহানুভূতি এবং জবাবদিহিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তাঁর মতে, প্রশাসনের কার্যকারিতা শুধু সরকারি নথি বা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে নয়, বরং সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, তার ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করা উচিত।

গ্রামীণ উন্নয়ন ও তৃণমূল স্তরের প্রশাসনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, সরকারি প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি যেন শুধু সরকারি দফতর, শহর বা নগরকেন্দ্রিক এলাকায় সীমাবদ্ধ না থাকে। যাঁদের জন্য প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে, তাঁদের কাছেই প্রকৃত সুবিধা পৌঁছাচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে।

রাজ্যপাল উল্লেখ করেন, প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকার মানুষ অনেক সময় সরকারি পরিষেবা ও বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে তুলনামূলক বেশি সমস্যার সম্মুখীন হন। তাই মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের এই ঘাটতিগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর মাধ্যমেই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব বলে তিনি জানান।

এদিন নবীন আধিকারিকদের উদ্দেশে রাজ্যপাল বলেন, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি রিপোর্টের উপর নির্ভর করলে চলবে না। যে এলাকায় দায়িত্ব থাকবে, সেই এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে নিয়মিত গ্রামে যেতে হবে এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। মানুষের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা অর্জন করলেই কার্যকর প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং প্রশাসনিক সহায়তা বা অভিযোগ নিয়ে আসা নাগরিকদের কাছে আধিকারিকদের সহজে পৌঁছনোর উপরও গুরুত্ব দেন তিনি। মানুষের অভিযোগ মন দিয়ে শোনা, প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তার সমাধান নিশ্চিত করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে তুলে ধরেন রাজ্যপাল।

তিনি বলেন, বিশেষ করে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনের সময় এই নবীন আধিকারিকরাই সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করবেন। তাঁদের আচরণ, কাজের ধরন এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতা প্রশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে।

রাজ্যপাল নবনিযুক্ত আধিকারিকদের সরকারি দায়িত্বকে শুধুমাত্র চাকরির আনুষ্ঠানিক কর্তব্য হিসেবে না দেখে ত্রিপুরার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থবহ অবদান রাখার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা, দুর্বল ও সরকারি পরিষেবায় তুলনামূলক কম সুযোগ পাওয়া জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

টেকসই ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে উন্নয়নমূলক প্রশাসন গড়ে তোলাই নবীন আধিকারিকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত বলেও এদিন মন্তব্য করেন রাজ্যপাল এন. ইন্দ্রসেনা রেড্ডি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে তেলিয়ামুড়ায় মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ আগস্ট: হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ তেলিয়ামুড়া ব্লক কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনের পাশাপাশি বন্দে মাতরমপরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বিপ্লব আচার্য, পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার কৌশিক দেববর্মা সহ ব্লক কার্যালয়ের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীগণ। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অংশ হিসেবে তেলিয়ামুড়া ব্লকের উদ্যোগে আগামী ১৩ আগস্ট লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে শুরু হয়ে অশ্বিনী কুমার স্মৃতি কমিউনিটি হল পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা র‍্যালির আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি ব্লক এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হবে।

এছাড়াও প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। ভিলেজ অর্গানাইজেশন এবং স্বসহায়ক গোষ্ঠী-এর সদস্যদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে রঙ্গোলি প্রতিযোগিতাও। "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচিকে আরও ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে তেলিয়ামুড়া ব্লক কার্যালয় প্রাঙ্গণ এবং অম্পি চৌমুহনীতে এসএইচজি গোষ্ঠীর সদস্যদের উদ্যোগে তিরঙ্গা পতাকা বিক্রয় কেন্দ্রও খোলা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা এবং "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযানের বার্তা আরও জোরদার হবে।

বিদ্যুতের লাইন কেটে স্মার্ট মিটার বসানোর অভিযোগ, নবগ্রামে ক্ষোভ

আগরতলা, ১১ আগস্ট: বাড়ির বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দলবল নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক স্মার্ট মিটার বসানোর অভিযোগ উঠল বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের দুর্জয়নগর সাব-স্টেশনের অন্তর্গত নবগ্রাম এলাকায়।

অভিযোগ, প্রথমে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বাড়ির বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা দলবল নিয়ে গিয়ে ওই বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসান। গ্রাহকের দাবি, মিটারটি সঠিকভাবে সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রেও গাফিলতি করা হয়েছে। এর জেরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট হয়ে বাড়ির ১২টি বাল্ব ও একটি সিলিং ফ্যান নষ্ট হয়ে যায় বলে অভিযোগ।ঘটনার পর বিষয়টি লিখিতভাবে বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ গ্রাহক। তাঁর দাবি, পুরনো মিটারটি সঠিকভাবেই কাজ করছিল। স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পর পুরনো ও নতুন মিটারের রিডিংয়ের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করেন তিনি। বিষয়টি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের জানানো হলে তাঁরা ঘটনাস্থলে এসে পুরনো মিটারটিও নষ্ট করে দেন বলে অভিযোগ গ্রাহকের।

গ্রাহকের আরও অভিযোগ, পুরনো মিটার লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে রিডিং শুরু হলেও স্মার্ট মিটার বসানোর পর প্রায় দু'দিন পর্যন্ত মিটারে কোনও রিডিং দেখা যায়নি। বিদ্যুৎ কর্মীদের গাফিলতির কারণেই তাঁকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

গোটা ঘটনা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন ওই বিদ্যুৎ গ্রাহক। তাঁর অভিযোগ, স্মার্ট মিটার নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ও আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর সম্মতি ছাড়াই মিটার বসানো হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে স্মার্ট মিটার নিয়ে যে অবস্থানই জানানো হোক না কেন, নবগ্রামের এই ঘটনায় বাস্তবে গ্রাহকদের উপর জোর করে স্মার্ট মিটার চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগই সামনে এসেছে বলে দাবি বিভিন্ন মহলের। তবে বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের বিষয়ে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

একগুচ্ছ সমস্যায় রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, বিক্ষোভে এবিভিপি

কৈলাসহর, ১১ আগস্ট: পানীয় জল থেকে শুরু করে নিরাপত্তা, একাধিক সমস্যায় জর্জরিত কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে কলেজের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যা সমাধান না হওয়ায় মঙ্গলবার কলেজ চত্বরে বিক্ষোভে সরব হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপি। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, কলেজে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক কমন রুমও নেই। গত দু'বছর ধরে কলেজ উইক অনুষ্ঠিত হয়নি। পাশাপাশি বন্ধ রয়েছে কলেজের এনএসএস ইউনিটও।

এছাড়াও কলেজ চত্বরের অপরিচ্ছন্নতা, বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ, বিজ্ঞান বিভাগের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ঘাটতি, ছাত্র ইউনিয়ন কক্ষের বেহাল দশা এবং কলেজের প্রধান গেটে নিরাপত্তারক্ষীর অনুপস্থিতি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবিভিপির ছাত্রছাত্রীরা।

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা এবিভিপির সংযোজক অঙ্কন পাল, মহকুমা সংযোজক স্নেহা সূত্রধর, কলেজ সম্পাদক আকাশ দেবনাথ-সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রী। জেলা সংযোজক অঙ্কন পাল বলেন, দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধান করে কলেজে নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

২০২৮-এ ত্রিপুরায় ফের বিজেপি সরকার, ২০২৯-এ কেন্দ্রে মোদির নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনের দাবি সুশান্তের

আগরতলা, ১১ আগস্ট: ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় বিজেপি ফের সরকার গঠন করবে। তেমনি, ২০২৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রে আবারও সরকার গঠন করবে বিজেপি। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই আত্মবিশ্বাসের কথা জানালেন পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিরোধীদের মোকাবিলায় বিজেপি সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলেও দাবি করেন তিনি। ত্রিপুরায় ফের সিপিআই(এম) ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাও খারিজ করে দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, উন্নয়নের নামে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করা হলে তা দিল্লিতে হোক বা আগরতলায়, বিজেপি তার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

আগামী দিনের নির্বাচনী কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সামনে পুর নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন রয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মানুষ ইতিমধ্যেই বিরোধী দলগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কংগ্রেসকেও তীব্র আক্রমণ করেন পরিবহণমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, দিল্লিতে এক দলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখলেও ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সংঘাতে জড়াচ্ছে কংগ্রেস। একইসঙ্গে অতীতে কংগ্রেস ও সিপিআই(এম)-এর মধ্যে দীর্ঘ রাজনৈতিক বিরোধ এবং দলীয় কর্মীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে সমঝোতা করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সুশান্ত চৌধুরীর দাবি, বামফ্রন্টকে পরাজিত করতে চাওয়া ভোটারদের একটা বড় অংশ পরবর্তীতে বিজেপির দিকে ঝুঁকেছিলেন। এর ফলেই নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে বিজেপির সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত হয় বলে দাবি তাঁর।

রাজ্য বা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন বা গণআন্দোলন সফল হবে না বলেও দাবি করেন মন্ত্রী। বিরোধীদের মোকাবিলায় বিজেপি প্রস্তুত রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ২০২৮ সালে ত্রিপুরায় বিজেপি ফের ক্ষমতায় আসবে এবং ২০২৯ সালে কেন্দ্রে আবারও সরকার গঠন করবে।

গোমতী জেলায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক

উদয়পুর, ১১ আগস্ট: ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গোমতী জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত পরীক্ষায় জেলার সেরা দশে স্থানাধিকারী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেরা তিনজন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সম্মানিত করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় উদয়পুরের রাজর্ষি মাল্টিপারপাস হলে জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থ, পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাপতি দেবল দেবরায়, কাকড়াবন-শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার এবং উদয়পুরের মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থীরা ঐতিহ্যবাহী 'রিশা' ও পুষ্পস্তবক দিয়ে অতিথিদের স্বাগত জানায়। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। হরিয়ানন্দ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করে 'বন্দে মাতরম'।

এরপর গোমতী জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষ দশে স্থানাধিকারী টিবিএসই -এর কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি মন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিরা কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও ছিল বিশেষ আকর্ষণ। আম্পি ব্লকের দেবেন্দ্র রিয়াংপাড়া ইংলিশ মিডিয়াম জে.বি. স্কুলের শিক্ষার্থীরা নৃত্য পরিবেশন করে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পর্যায়ে রাজ্যস্তরে বিজয়ী করবুক ব্লকের হোলি ক্রস স্কুলের শিক্ষার্থীরা মনোমুগ্ধকর ব্যান্ড পরিবেশন করে।

এরপর গোমতী জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষ দশে স্থানাধিকারী সিবিএসই -এর কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে সিবিএসই পরিচালিত এআইএসএসসিই ২০২৫-২৬ পরীক্ষায় উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল থেকে প্রথম স্থানাধিকারী অধ্যায়ন সাহা এবং এআইএসএসসি ই ২০২৫-২৬ পরীক্ষায় গোমতী জেলার করবুক পাঞ্জিহাম এইচএস স্কুল থেকে সপ্তম স্থানাধিকারী অঞ্জলি ত্রিপুরা বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও ব্রিলিয়ান্ট স্টারস স্কুলের শিক্ষার্থীদের নৃত্য পরিবেশন অনুষ্ঠানে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। কৃতী শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদযাপনের পাশাপাশি তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য উৎসাহিত করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ঘিরে এদিন রাজর্ষি মাল্টিপারপাস হল পরিণত হয় সাফল্য ও উৎসাহের মিলনমঞ্চে।

পৌনে ১২টাতেও খোলেনি পঞ্চায়েত অফিস লালসিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মীদের সময়ানুবর্তিতা নিয়ে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

চড়িলাম, ১১ আগস্ট: সরকারি পরিষেবা পাওয়ার আশায় নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেএমনই অভিযোগ উঠেছে চড়িলাম ব্লকের লালসিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘিরে। মঙ্গলবার পৌনে ১২টা নাগাদও পঞ্চায়েত অফিসের দরজা খোলা না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত সচিব প্রসেনজিৎ শীলের বিরুদ্ধে নিয়মিত সময়মতো অফিসে না আসার অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের দাবি, অনেক দিনই বেলা ১২টার আগে তাঁকে অফিসে পাওয়া যায় না। শুধু দেরিতে অফিসে আসাই নয়, নির্ধারিত সময়ের আগেই অফিস বন্ধ করে চলে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।অন্যদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের জিআরএস উত্তম দেবনাথের বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, তিনিও অনেক সময় দেরিতে অফিসে এসে কিছুক্ষণ পরেই অফিসে তালা দিয়ে চলে যান। ফলে সরকারি পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষকে দিনের পর দিন হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।স্থানীয়দের বক্তব্য, পঞ্চায়েত অফিসে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা, নথিপত্র, সনদসহ নানা প্রয়োজনীয় কাজে প্রতিদিনই মানুষকে আসতে হয়। কিন্তু অফিসের কর্মীরা যদি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না থাকেন, তাহলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়ে। অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে এসে অফিস বন্ধ দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হন বলেও অভিযোগ। মঙ্গলবার পৌনে ১২টা পর্যন্ত অফিস না খোলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে সরকারি দপ্তরের কর্মীদের অফিসে উপস্থিতির সময় ও দায়িত্ব পালনের বিষয়টি আদৌ যথাযথভাবে নজরদারি করা হচ্ছে কি না। গ্রামবাসীদের দাবি, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এনে তদন্ত করা হোক এবং সরকারি পরিষেবা যাতে নির্ধারিত সময়ে সাধারণ মানুষ পায়, তা নিশ্চিত করা হোক।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের আর্থিক অবস্থা উন্নতির ক্ষেত্রে পশুপালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাঙ্গু আজ বিকেলে জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত কানুরাম পাড়ায় ইস্ট টাকারজলা ভিলেজ কাউন্সিলের অধীনে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালিত আধুনিক শূকর প্রজনন খামার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল আধুনিক শূকর প্রজনন খামারটি ঘুরে দেখেন। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন-এর আধিকারিকগণ শূকর প্রজনন খামারটির পরিচালনা সম্পর্কে তাঁকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। রাজ্যপাল ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের বিভিন্ন কাজকর্ম ও জীবন জীবিকার বিষয়েও খোঁজখবর নেন।

সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে রাজ্যপাল স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে পশুপালনভিত্তিক জীবিকা গ্রহণে উৎসাহিত করেন। এরমধ্যে শূকর পালন, হাঁস পালন, ছাগল পালন এবং পোলট্রি চাষের মতো উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, এই ধরনের জীবিকার ভিত্তি শক্তিশালী করা, নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

পরিদর্শনকালে জম্পুইজলা মহকুমার এসডিএম অমিতাভ চাকমা, জম্পুইজলা আর.ডি. ব্লকের বিডিও রবার্ট এল, ডার্লং এবং ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর-এর আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যক্তিস্বার্থ নয়, তিপ্রাসাদের অধিকারই

● আটের পাতার পর

প্রদ্যোত আরও বলেন, নিজেদের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে। দলের নেতা-কর্মীদের আরও কিছুটা সময় ও আন্তরিকতা দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

১৭ আগস্টের বৈঠকটি বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান প্রদ্যোত। তবে বৈঠকের স্থান পরবর্তীতে জানানো হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শেষে তিপ্রা মথার নেতা বলেন, "কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়আমরা সবাই তিপ্রাসা।" আগামী দিনের লড়াইয়ে দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধভাবে পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

রাজ্যের পর্যটন স্থানগুলির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সঠিক সময়ে শেষ করতে হবে: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: রাজ্য সরকারের লক্ষ্য পর্যটনস্থলগুলিতে পর্যটকদের জন্য সুষ্ঠু ও স্বাচ্ছন্দ্যমূলক পরিষেবার সুযোগ সুনিশ্চিত করা। রাজ্যের পর্যটন স্থানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পরিষেবা নিশ্চিত করতে উন্নয়নমূলক কাজগুলি সঠিক সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। রাজ্যে ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতি পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে রাজ্য সরকার পর্যটকদের জন্য আধুনিক পরিষেবা গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। আজ সচিবালয়ে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নিজ অফিস কক্ষে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের বোর্ড অব ডিরেক্টর্স-এর ৪০তম সভায় সভাপতিত্ব করে একথা বলেন।

সভায় পর্যটনমন্ত্রী মাতাবাড়ি সার্কিট প্রজেক্ট, অমরসাগর লেইক, ডম্বুর জলাশয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খোঁজখবর নেন। পর্যটকদের জন্য নীরমহল ও ছবিমুড়ায় ভাসমান রেস্টুরেন্ট নির্মাণ প্রকল্প, বিভিন্ন স্থানে ট্যুরিস্ট লজ নির্মাণ ও সংস্কারের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের বর্তমান আর্থিক অবস্থারও খোঁজখবর নেন তিনি। সভায় ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা ও দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগী ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ৩৯তম বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর সভার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেওয়া পদক্ষেপগুলি সহ পর্যটন নিগমের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও আয় ও ব্যয় সম্পর্কে পর্যটনমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থ দপ্তরের সচিব পি কে গোয়েল, প্রধান মুখ্য বনসংরক্ষক আর কে সামাল, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার অনুপ কুমার দাস, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি হেনা দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

আগরতলার নিকাশি ব্যবস্থা

● আটের পাতার পর

পাম্পিং স্টেশনগুলির সক্ষমতা বাড়ানো, পাইপলাইন নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা এবং নতুন সাম্প ও জলাধার তৈরি করা হবে।

নগর উন্নয়ন দফতরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে জানান, গত প্রায় দুই দশক ধরে আগরতলার জলবদ্ধতা মোকাবিলায় ধাপে ধাপে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। প্রস্তাবিত এডিবি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শহরে পাম্পের সংখ্যা ও ক্ষমতা বাড়বে। পাশাপাশি এসসিএডিএ -ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা হবে, যার মাধ্যমে জলস্তর নির্দিষ্টসীমার উপরে উঠলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাম্প চালু হয়ে যাবে।

তিনি জানান, আগরতলার সামগ্রিক এডিবি -নির্ভর পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির আনুমানিক ব্যয় প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৫০০—৬০০ কোটি টাকা স্টর্ম-ওয়াটার ড্রেনেজ সংক্রান্ত কাজের জন্য বরাদ্দ রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ৭০—৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কালাপানিয়া খালকে আরসিসি দিয়ে আবৃত করা এবং খালটি আরও গভীর করার প্রস্তাব রয়েছে।

শহরের জলাশয়গুলিকেও প্রাকৃতিক বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জল সংরক্ষণের আধার হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে। ড. রামটেকে জানান, আগরতলা ও সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৫৫টি জলাশয় সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবেশগত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে নির্দিষ্ট কিছু জলাশয়ের তলদেশ থেকে দুই থেকে তিন ফুট পর্যন্ত পলি অপসারণেরও প্রস্তাব রয়েছে।

এছাড়াও হাওড়া ও কাটাখাল নদীর জলপ্রবাহ ও জলবিদ্যার ওপর দীর্ঘমেয়াদি সমীক্ষা শুরু করা হচ্ছে। নদীর বাঁধ, ব্যারেজ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিয়ে একটি বিস্তৃত প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। প্রয়োজনে এই প্রকল্পে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহায়তা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

এদিকে, আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের সিইও ড. জি.এস. নায়ক জানান, শহরের ২৩ কিলোমিটার স্মার্ট রোড প্রকল্পের কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর নাগাদ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি যেখানে প্রায় ২০—২৫ শতাংশ ছিল, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে।

স্মার্ট রোড প্রকল্পের আওতায় রাস্তার পাশে স্টর্ম-ওয়াটার ড্রেন তৈরির কাজ প্রায় ৯৯ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। পরিকল্পিত ৪৬ কিলোমিটার ড্রেনের মধ্যে প্রায় ৪৫.৫ কিলোমিটার ইতিমধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে বারবার রাস্তা খুঁড়ে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা সংক্রান্ত কাজ করতে না হয়, সেজন্য ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য ইউটিলিটি নেটওয়ার্কও তৈরি করা হচ্ছে।

তবে ভারী বৃষ্টি, অপরিকল্পিত ভূগর্ভস্থ ইউটিলিটি এবং অসমে বন্যার কারণে নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহে বিঘ্নএই কয়েকটি কারণে রাস্তার কাজের গতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। পুজোর আগে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিকে চলাচলের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা চলছে।

আগামীদিনে শহরের পানীয় জল সরবরাহ পরিকাঠামোর উন্নয়নেও এডিবি -র প্রকল্পের মাধ্যমে গুরুত্ব দেওয়া হবে। পুরনো পাইপলাইন পরিবর্তন, জল মিটার স্থাপন, নতুন পাইপলাইন, জল শোধনাগার এবং জল সংগ্রহের পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। ধাপে ধাপে এএমসি -র বাকি এলাকাগুলিতেও মিটারভিত্তিক পানীয় জল সরবরাহ চালুর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পুর নিগম ও প্রশাসনের দাবি, জল নিষ্কাশন, সড়ক, গণপরিবহন, পানীয় জল এবং পরিবেশসব ক্ষেত্রকে একসঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে আগরতলাকে আরও পরিকাঠামোগতভাবে শক্তিশালী, সংযুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব শহর হিসেবে গড়ে তোলাই এই সমস্ত প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

ছয় মাসে ত্রিপুরায় পর্যটকের সংখ্যা

● আটের পাতার পর

প্রদর্শনী, মেলা, উৎসব, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারসহ বিভিন্ন মাধ্যমে পর্যটনকে আরও জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে।

২০১৩ সাল থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটন সম্ভাবনাকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরতে পর্যটন মন্ত্রকের উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম মার্ট আয়োজন করা হচ্ছে। এই বার্ষিক আয়োজনে উত্তর-পূর্ব ভারতের আট রাজ্যের পর্যটন দফতর, উদ্যোক্তা, ক্রেতা-বিক্রেতা, সরকারি সংস্থা এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সর্বশেষ ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম মার্ট অনুষ্ঠিত হয় ২০২৫ সালের ১৩ থেকে ১৬ নভেম্বর সিকিমের গ্যাংটকে।

ত্রিপুরার পর্যটন উৎসবগুলিকেও আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে কেন্দ্র। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে পর্যটন সংক্রান্ত মেলা ও উৎসব আয়োজনের জন্য ত্রিপুরাকে ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নীরমহল উৎসবের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা, দীপাবলি উৎসবের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা এবং ছবিমুড়া ও তীর্থমুখ উৎসবের জন্য ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এছাড়াও ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-এর মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রকে তুলে ধরা হচ্ছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নতুনভাবে সাজানো এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একাধিক ভাষায় পর্যটন সংক্রান্ত তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হচ্ছে।

পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নেও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে স্বদেশ দর্শন ২.০, প্রসাদ, এসএএসসিআই এবং চ্যালেঞ্জ বেইজড ডেস্টিনেশন ডেভলপমেন্ট। স্বদেশ দর্শন ২.০ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল নির্দিষ্ট পর্যটনকেন্দ্রকে ভিত্তি করে টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো।

আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরসিএস - উড়ান প্রকল্পের আওতায় আগরতলা-আইজল এবং আইজল-আগরতলার মতো পর্যটনমুখী বিমান পরিষেবার মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনের ওপরও জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। স্বচ্ছতা অ্যাকশন প্ল্যান, স্বচ্ছতা পক্ষ এবং স্বচ্ছতা হি সেবা-র মতো কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে পরিচ্ছন্নতা ও টেকসই পর্যটন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। মাত্র ছয় মাসে প্রায় চার লক্ষ পর্যটকের আগমন ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। পর্যটনকেন্দ্রগুলির উন্নয়নের পাশাপাশি আগরতলাকে রাজ্যের পর্যটন ও যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আরও শক্তিশালী করার ওপর আগামী দিনে গুরুত্ব বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

াঙ্গন

প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে পুলিশের কাছে গেলেন সৌরভ গাঙ্গুলী

ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী প্রাণনাশের হুমকিসহ একাধিক চিঠি পেয়েছেন। এর মধ্যে একটি চিঠিতে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী ডোনা গাঙ্গুলীকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। কয়েক মাস ধরে এ ধরনের হুমকিসূচক চিঠি পাচ্ছেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) এই সভাপতি। ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গেছে, সৌরভ গাঙ্গুলী দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ করার পর কে বা কারা এমন হুমকিসূচক চিঠি পাঠিয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে জোর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এ নিয়ে বলেন, 'আমরা অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি এবং তদন্ত শুরু করেছি। এর পেছনে দায়ী ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে চিঠির ভাষা, পাঠানোর উৎস ও কুরিয়ার সার্ভিসের বিবরণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ভারতের অন্যতম সফল এই সাবেক অধিনায়ক গতকাল তাঁর কার্যালয়ে সর্বশেষ হুমকিসূচক চিঠিটি পান। এরপর দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন।

ভারতের সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮ জানিয়েছে, বিসিসিআইয়ের সাবেক এই সভাপতির নামে প্রায় ছয় মাস ধরে এমন চিঠি আসছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে শুরুতে বিষয়টিকে অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

ভারতকে ২০০২ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতানো সাবেক এই অধিনায়কের ব্যবস্থাপকের দায়ের করা পুলিশি এজাহার অনুযায়ী, গতকাল তাঁর কার্যালয়ে আসা দুটি চিঠিতে সরাসরি সৌরভ গাঙ্গুলী ও তাঁর স্ত্রী ডোনাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাঁদের স্বজন ও কাছের মানুষদের ক্ষতি করার বার্তা দেওয়া হয়।পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানান, চিঠিতে লেখা বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখার পাশাপাশি প্রেরকের পরিচয় এবং আক্রমণের উদ্দেশ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

প্রাথমিক তদন্তের বরাত দিয়ে পুলিশ কর্মকর্তা আরও জানান, চিঠি দুটি সম্ভবত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বেলঘরিয়ার এক ব্যক্তি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।প্রেরকের ব্যবহৃত সন্দেহভাজন সিম কার্ডের অবস্থান ও গতিবিধি নজরদারিতে রাখা হয়েছে এবং পার্সেলের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট কুরিয়ার এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানান সেই পুলিশ কর্মকর্তা। তাঁর ভাষায়, 'আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং একটি মোবাইল নম্বর শনাক্ত করতে পেরেছি।

'আমি তৈরি, নির্বাচকেরা সিদ্ধান্ত নিন', তিন বছর ৫০ ওভারের ক্রিকেট না খেলেও আত্মবিশ্বাসী ভুবনেশ্বর

বয়স ৩৬। এখনও দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছেন ভুবনেশ্বর কুমার। আত্মবিশ্বাসীও। সাড়ে তিন বছরেরও বেশি তিনি ভারতীয় দলের বাইরে। যদিও আইপিএলে ভারতীয় জোরে বোলারদের মধ্যে তিনি অন্যতম ধারাবাহিক পারফর্মার। জসপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপদের ঘন ঘন চোট হঠাৎ করেই আলোচনায় নিয়ে এসেছে ভুবনেশ্বরকে।লখনউয়ে রয়েছেন ভুবনেশ্বর। ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগে খেলছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ভারতীয় দলে ডাক পেলে কি খেলবেন? আপনি কি প্রস্তুত? একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে ভুবনেশ্বর বলেছেন, "ডাক পেলে কেন না বলব? সম্পূর্ণ প্রস্তুত আমি।" দীর্ঘ দিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা জোরে বোলার বলেছেন, "সত্যি বলতে, আমি ঠিক কতটা তৈরি বলতে পারব না। তবে আমার কাজ ক্রিকেট খেলা। সে জন্যই ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগে খেলছি। কোনও সুযোগের আশায় বা নতুন কোনও স্তরে উন্নীত হওয়ার আশা নিয়ে খেলতে আসিনি। যেমন আইপিএল খেলার সময় মাথায় থাকে, ভাল খেলতে হবে। দলকে জেতাতে হবে। আমি সুযোগ পেতে পারি কিনা বা আমাকে নিয়ে কেউ কিছু বলছে কিনা, এ সব ভেবে খেলি না। আমি উপযুক্ত কিনা, সেটা বিবেচনা করা আমার কাজ নয়। এটা নির্বাচকদের বিষয়।" দেশের হয়ে ২১টি টেস্ট, ১২১টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৮৭টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ভুবনেশ্বর। রবি শাস্ত্রী, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, দীনেশ কার্তিকের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা ভারতের এক দিনের দলে ভুবনেশ্বরকে দেখতে চাইছেন। বিশ্বকাপে ভুবনেশ্বরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগতে পারে বলে মনে করেন তাঁরা। ভুবনেশ্বর নিজে এত কিছু ভাবতে চাইছেন না। তিনি বলেছেন, "বিশ্বকাপের আগে এখনও অনেক সময় রয়েছে। তার আগে আমায় প্রচুর ক্রিকেট খেলতে হবে। আগামী মরসুমে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা নিয়ে কিছু ঠিক করিনি। তবে আমার লক্ষ্য, যত বেশি সম্ভব ক্রিকেট খেলা।" উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের পর ঘরোয়া ৫০ ওভারের ম্যাচ এবং ২০২৪ সালের পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেননি ভুবনেশ্বর।ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর বা প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর তাঁকে ফেরানোর কোনও ইঙ্গিত দেননি।

মহম্মদ শামিকেও গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে জাতীয় দলে। একাধিক বোলারের চোট এবং তরুণেরা প্রত্যাশিত পারফর্ম করতে না পারায় ভুবনেশ্বর, শামিদের দলে ফেরানোর কথা বলা হচ্ছে।

'ফুটবল পরিবার'কে লেখা খোলা চিঠিতে ফিফা সভাপতির আবার সমালোচনা তিন মহাদেশের

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে আক্রমণ করা ছাড়ছেই না তিন মহাদেশ। সোমবার এশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা একযোগে একটি খোলা চিঠি লিখেছে ইনফান্তিনোর উদ্দেশে। তাদের দাবি, বিশ্বকাপ বিক্রির পরিকল্পনা করে সকলের বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছেন ইনফান্তিনো। সোমবার 'ফুটবল পরিবার'-এর উদ্দেশে লেখা খোলা চিঠিতে তিন মহাদেশ জানিয়েছে, অর্থ বা বিশ্বকাপ নিয়ে আগে হওয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে না। প্রশ্ন উঠছে ফুটবলের প্রশাসনিক কাঠামো এবং যারা সেটার নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের নিয়ে।তিন মহাদেশ জানিয়েছে, গত এক দশকে ফুটবলের যে সামগ্রিক উন্নতি হয়েছে তাতে ফিফা, সব মহাদেশীয় সংস্থা, সদস্য সংস্থাকে এবং ফুটবল নিয়ে গোটা বিশ্বে যে হাজার হাজার মানুষ কাজ করছেন তাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে। ফিফার হাতে যে অর্থ রয়েছে তা দিয়ে সদস্য দেশগুলির প্রতি বিনিয়োগ আরও শক্তিশালী করা যায় বলে তাদের মত।তিন মহাদেশ জানিয়েছে, বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ, দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত সকলে একসঙ্গে মিলে নেওয়া হয়েছে। তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তাদের দাবি আরও গুরুত্বপূর্ণ। খেলার সততা এবং যাঁদের হাতে সেই সততা রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তিন মহাদেশ দায়ী করেছে ফিফার যোগাযোগের অভাব।তিন মহাদেশ চিঠিতে জানিয়েছে, বিশ্বকাপ বিক্রির পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কারও সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। পুরোটাই কয়েকজন মানুষ মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করার সুযোগও সদস্য দেশগুলিকে দেওয়া হয়নি।একদম শেষে তিন মহাদেশের দাবি, ফিফা চালানোর জন্য যিনি সবচেয়ে যোগ্য তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হোক। অর্থাৎ ইনফান্তিনোকে যে তিন মহাদেশ চায় না, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ফুটবলমহলের ধারণা, এই চিঠির ফলে ইনফান্তিনোর পক্ষে পদ বাঁচানো মুশকিল।

ইউএস ওপেনেও অনিশ্চিত সিনার, চোটের জন্য নাম তুলে নিলেন সিনসিনাটি ওপেন থেকে

সিনসিনাটি ওপেন থেকে নাম তুলে নিলেন ইয়ানিক সিনার। হাঁটুর চোটে ভুগছেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস লোয়াড়। সিনারের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ফিট হয়ে ইউএস ওপেন খেলা।উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আর কোর্টে নামেননি সিনার। ডান হাঁটুর চোট নিয়ে ভুগছেন। টরেন্টো ওপেনের পর সিনসিনাটি ওপেন থেকেও সরে দাঁড়ালেন ইটালির টেনিস তারকা। আগামী ৩০ অগস্ট থেকে শুরু হবে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম। ইউএস ওপেনেও সিনারের খেলা নিয়ে অনিশ্চিয়তা রয়েছে।সিনসিনাটি ওপেন থেকে নাম তুলে নেওয়ার পর সিনার বলেছেন, "আমার চিকিৎসক এবং দলের সঙ্গে আলোচনা করে সিনসিনাটি ওপেন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। ডান পায়ের হাঁটুটা ভোগাচ্ছে। আমার মেডিক্যাল টিম কঠোর পরিশ্রম করছে। এই মুহূর্তে খেলার মতো পরিস্থিতি নেই, এটা আমাকে মেনে নিতেই হবে। সিনসিনাটি ওপেন থেকে নাম তুলে নিতে হওয়ায় খুবই হতাশ লাগছে। পরের বছর অবশ্যই খেলব। আপাতত ইউএস ওপেনের জন্য তৈরি হওয়াই আমার একমাত্র লক্ষ্য।"

চ্যাম্পিয়ন ত্রিবেণীকে হারিয়ে লড়াই শেষ করল স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দ্বিতীয় ডিভিশন সিনিয়র লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে আগেই দাপট দাপট দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন ত্রিবেণী সংঘ। গতদিন নবোদয় কে হারিয়ে অপরাজিত থাকলেও, সেই তকমা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি ত্রিবেণীর ফুটবলাররা। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নের তকমা নিয়েও এবারের এই টুর্নামেন্টে অনেকটা দুর্বল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে পরাজয়ের তকমা নিয়ে লড়াই শেষ করল। মঙ্গলবার আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত এই লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের নিয়ম রক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হয় ত্রিবেণী সংঘ ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। গতকাল যে ম্যাচ নবোদয়কে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়নের তকমা নিয়েছিল ত্রিবেণী, আজ গুরুত্বহীন ম্যাচে গতকাল বিবেকানন্দর বিপক্ষে জয় পাওয়া স্পোর্টস স্কুলের কাছে ধরাশায়ী। নির্ধারিত সময়ের খেলায় এদিন স্পোর্টস স্কুল ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন ত্রিবেণীকে। দুই দলের ম্যাচটি পরিচালনা করেন রেফারি তাপস দেবনাথ।

অস্মিতাকে সংবর্ধনা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। কমলওয়েলথ গেমসে জুডো প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ত্রিপুরার গর্ব অস্মিতা দে। রাজ্য তথা দেশের নাম উজ্জ্বল করা এই কৃতি অ্যাথলিটকে সম্মানিত করতে এক জাঁকজমকপূর্ণ নাগরিক সংবর্ধনা ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর। আগামীকাল দুপুর ১টায় আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নম্বর হলে এই বিশেষ সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ত্রিপুরা সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের পরিচালক এল. দারলং ক্রীড়াপ্রেমী সাধারণ জনগণকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উক্ত সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় এবং আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে মঞ্চ আলো করবেন রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব তাপস রায় (আইএএস) এবং পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। রাজ্যের এই সোনার মেয়েকে বরণ করে নিতে রাজ্য প্রশাসন ও ক্রীড়া দপ্তরের তরফ থেকে সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বি-ডিভিশন ফুটবল : নিয়ম রক্ষার ম্যাচে মৌচাককে হারিয়ে হ্যাটট্রিক বীরেন্দ্র ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। বীরেন্দ্র ক্লাবের দুর্দান্ত জয়। মৌচাক ক্লাবকে ৫-২ গোলে পরাস্ত করে জয়ের হ্যাটট্রিক বীরেন্দ্র ক্লাবের। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত "সোনার তরী" বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে বড় জয় তুলে নিয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাব। মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে মৌচাক ক্লাবকে ৫-২ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে বীরেন্দ্র ক্লাব। ম্যাচের শুরুতে ৮ মিনিটের মাথায় পহর জমাতিয়ার গোলে মৌচাক ক্লাব এগিয়ে গেলেও, বীরেন্দ্র ক্লাব দ্রুতই আক্রমণে ফিরে আসে। বীরেন্দ্র ক্লাবের পক্ষে দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক উপহার দেন সোহেল মিয়া, যিনি যথাক্রমে ২৯, ৩০ ও ৪৫ মিনিটে গোল তিনটি করেন। দ্বিতীয় অর্ধে দলের জয় সুনিশ্চিত করেন রেঙ্গ ভুঙ্গা ৮১ ও ৮৯ মিনিটে দুটি গোল করে। অন্যদিকে, মৌচাক ক্লাবের হয়ে পহর জমাতিয়া ৫৫ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করলেও তা দলের হার এড়াতে যথেষ্ট ছিল না। এই জয়ের মাধ্যমে টুর্নামেন্টে বীরেন্দ্র ক্লাবের চমৎকার জয়ের ধারা অব্যাহত থাকল; তারা চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জয় এবং একটিতে ড্র করে মোট ১০ পয়েন্ট অর্জন করেছে। অপরদিকে মৌচাক ক্লাব চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে ড্র করে মাত্র ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। ম্যাচটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন রেফারি সুকান্ত দত্ত, সত্যজিৎ দেবরায়, বিশ্বজিৎ নাথ ও বিশ্বজিৎ পাল।

মৌসুমির হ্যাটট্রিক : তিলকোমাঝিকে হারিয়ে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ফুলো ঝানু ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগের নবম ম্যাচে জয় ফিরে পেয়েছে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাব। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় ফ্লাডলাইটের আলোয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে তারা ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে তিলকোমাঝি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে নেমে শুরু থেকেই চাপ সৃষ্টি করে খেলতে থাকে ফুলো ঝানু ক্লাব। ম্যাচের ১০ মিনিটের মাথায় কুন্তি ওরাং গোল করে দলকে প্রথম সাফল্য এনে দেন। এরপর শুরু হয় মৌসুমী ওরাংয়ের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স; ২১, ৫৬ ও ৭৬ মিনিটে হ্যাট্রিকসহ অসাধারণ তিনটি গোল করে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন তিনি। অলরাউন্ড নৈপুণ্যের জন্য বিজয়ী দলের রেশমা ওরাং 'প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ'-এর খেতাব অর্জন করেন। প্রথম ম্যাচে ডিয়ার ক্লাবকে ৭-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সূচনা করলেও, দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্কুলের কাছে ০-৪ গোলে হেরে ধাক্কা খেয়েছিল ফুলো ঝানু ক্লাব। ফলে আজকের এই চার গোলের জয়ে লিগে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াল দলটি। অন্যদিকে, টুর্নামেন্টে নিজেদের টানা তিনটি ম্যাচেই পরাজয়ের মুখ দেখতে হলো তিলকোমাঝি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। পুরো ম্যাচটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন রেফারি বিপ্লব সিংহ, বিশ্বজিৎ পাল, উজ্জ্বল দাস ও বিশ্বজিৎ নাথ। লিগের পরবর্তীসূচি অনুযায়ী, আগামীকাল বিকেল ৩টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম সংঘ এবং ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

মার খাওয়া সেই কোচের বিরুদ্ধেই মারধরের অভিযোগ! দায়ের এফআইআর, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছেও আর্জি

গত বছর ডিসেম্বর মাসে অনূর্ধ-১৯ দলের কোচ এস বেঙ্কটরমনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল তিন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে। সেই তিন ক্রিকেটারকে শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল।এ বার সেই বেঙ্কটরমনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করলেন তিন ক্রিকেটারের মধ্যে এক জন। তাঁর অভিযোগ, বেঙ্কটরমনই তাঁদের মারধর করেছেন। কোচের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পুদুচেরি ক্রিকেট সংস্থায় (সিএপি)। বেঙ্কটরমনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন জয়সুন্দরম কার্তিকেয়ন নামের এক ক্রিকেটার। তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, বেঙ্কটরমনই ব্যাট হাতে নিয়ে তাঁর মক্কেল-সহ তিন ক্রিকেটারের উপর হামলা চালান। তাতে ক্রিকেটারেরা আহত হন। তাঁদের চিকিৎসাও হয়। সেই দিনই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। পুলিশ পদক্ষেপ না করায় শেষ পর্যন্ত পুদুচেরির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করেন কার্তিকেয়ন। তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশে বেঙ্কটরমনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও পুদুচেরি ক্রিকেট সংস্থার কাছেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বোর্ড যাতে বেঙ্কটরমনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়, সেই আর্জি জানানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। তবে এই বিষয়ে বেঙ্কটরমন এখনও কিছু বলেননি। গত বছর ডিসেম্বরে বেঙ্কটরমন তিন ক্রিকেটার কার্তিকেয়ন, অরবিন্দরাজ ও সন্তোষ কুমারের বিরুদ্ধে সেদরাপেট থানায় মারধরের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তদন্তকারী আধিকারিক এস রাজেশ বলেছিলেন, "বেঙ্কটরমনের কপালে ২০টি সেলাই পড়েছে। তবে এখন উনি স্থিতিশীল। তিন ক্রিকেটারই পালিয়েছে। আমরা ওদের খোঁজার চেষ্টা করছি।" তিন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। সেখানে খুনের চেষ্টার ধারা দেওয়া হয়েছিল। তিন ক্রিকেটারকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিলম্বিত করা হয়েছিল।

বেঙ্কটরমন জানিয়েছিলেন, ৮ ডিসেম্বর সকাল ১১টা নাগাদ তিনি সিএপি কমপ্লেক্সের ইন্ডোর নেটে ছিলেন। অভিযোগ, তখন তিন ক্রিকেটার কার্তিকেয়ন, অরবিন্দরাজ এবং সন্তোষ কুমার এসে তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় ওই তিন ক্রিকেটারের বাদ পড়ার নেপথ্যে বেঙ্কটরমনকেই দায়ী করেন। অরবিন্দরাজ হঠাৎ বেঙ্কটরমনকে চেপে ধরেন বলে অভিযোগ। সন্তোষের নিয়ে আসা ব্যাট হাতে নিয়ে কার্তিকেয়ন নাকি কোচকে মারধোর করেন। খুনও করতে চেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন বেঙ্কটরমন।

বেঙ্কটরমনের অভিযোগ ভারতীদাসন পুদুচেরি ক্রিকেটার্স ফোরামের সচিব জি চন্দ্রনের দিকে। চন্দ্রনের নির্দেশেই তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ বেঙ্কটরমনের। ফোরামের সভাপতি সেন্থিল কুমারন সব অভিযোগ উড়িয়ে বলেছিলেন, "বেঙ্কটরমনের বিরুদ্ধেই একাধিক অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন উনি। অশ্লীল ভাষায় কথা বলেন। চন্দ্রনের বিরুদ্ধে ওঁর বিদ্বেষ রয়েছে। সকলেই তা জানেন। কারণ গত সাত বছরে চন্দ্রন ওঁর কাজকর্ম নিয়ে বার বার অভিযোগ করেছেন সিএপি এবং বিসিসিআইয়ের কাছে।" এ বার সেই কোচের বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর।

বৃষ্টির জেরে স্থগিত থাকার পর জমজমাট অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। দীর্ঘ ৩৫ দিন বৃষ্টির কারণে স্থগিত থাকার পর অবশেষে পুনরায় শুরু হয়েছে অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ম্যাচগুলি। এই বিরতির পর মাঠে গড়ানো প্রথম দিনেই বেশ উত্তেজনাকর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ উপহার দিল তরুণ ক্রিকেটাররা। আজ রাজ্যের বিভিন্ন মাঠে মোট চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে আমতলী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় জিরানিয়া দল ৫ উইকেটের ব্যবধানে সোনামুড়াকে পরাজিত করে। বৃষ্টিজনিত কারণে খেলা সোয়া একটায় শুরু হওয়ায় ওভারের সংখ্যা কমিয়ে ২০ ওভারে নামিয়ে আনা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করে সোনামুড়া ১৮.২ ওভারে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান সংগ্রহ করে।জবাবে জিরানিয়া ১৯ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান তুলে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিজয়ী দলের শুভজিৎ দাস মাত্র ৪৪ বলে ৩টি বাউন্ডারি ও ৪টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রানের এক দুর্দান্ত ইনিংস খেলে দলকে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি ম্যাচসেরার খেতাবও অর্জন করে।দিনের অপর ম্যাচগুলিতেও একাধিক দল জয়ের দেখা পেয়েছে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে খোয়াই দল ১২৯ রানের বিশাল ব্যবধানে আমবাসাকে পরাজিত করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। অন্যদিকে, নীপকো গ্রাউন্ডে মোহনপুর ৭১ রানের ব্যবধানে তেলিয়ামুড়াকে এবং মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে শান্তিরবাজার ৩০ রানের ব্যবধানে বিলোনিয়াকে পরাজিত করে পরবর্তী রাউন্ডের লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে। দীর্ঘ দিন পর খেলা পুনরায় শুরু হওয়ায় এবং রাজ্যের তরুণ ক্রিকেটারদের এই পারফরম্যান্সে ক্রীড়ামহলে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বকাপে ফের দেখা যাবে আফগান রূপকথা দক্ষিণ আফ্রিকার টিকিট পেলেন রশিদ খানরা

গত বিশ্বকাপেই তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল, স্রেফ খেলতে নামার জন্য মাঠে আসেনি। তাদের লক্ষ্য ম্যাচ জেতা। ধারেভারে এগিয়ে থাকা দলগুলিকে হারিয়ে ক্রিকেটবিশ্বকে চমকেও দিয়েছিল। সেই আফগানিস্তান আবারও জায়গা করে নিল ওয়ানডে বিশ্বকাপে। আগামী বছর আফ্রিকা মহাদেশের বুকে খেতাব জয়ের লক্ষ্যে আবারও নামবেন রশিদ খানরা। সোমবার আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেছে আফগান ব্রিগেড। বর্তমানে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ খেলছেন রহমত শাহরা। সোমবার আইরিশদের তিন উইকেটে হারিয়ে দেয় আফগানিস্তান। এই জয়ের ফলে যোগ্যতা অর্জন পর্ব না খেলেই সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে তারা। এদিন জয়ের কারিগর হয়ে উঠলেন রশিদ। বল হাতে জাদু দেখালেন, ৪৪ রানে তুলে নিলেন বিপক্ষের তিন উইকেট। তারপর রান তাড়া করতে নেমেও ব্যাট করলেন একেবারে নির্ভরযোগ্য ফিনিশারের মতো। ৩৭ রান করে অপরাজিত থাকলেন। পেয়ে গেলেন ম্যাচ সেরার পুরস্কারও।

বর্তমানে বিশ্বর্যাঙ্কিংয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। র্যাঙ্কিংয়ের জোরেই সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে তারা। দলের পারফরম্যান্সে খুশি আফগান অধিনায়ক রহমতও। যদিও চলতি বছরের গোড়ার দিকে টি-২০ বিশ্বকাপে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেনি আফগানিস্তান। গ্রুপ পর্বে দুই ম্যাচ হেরে বিদায় নিতে হয় তাদের। তারপর থেকে প্রশ্ন উঠেছিল আফগান ক্রিকেট নিয়ে। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপে যেমন দুরন্ত ছন্দে দেখা গিয়েছিল আফগানিস্তানকে, তেমনটা আদৌ আর হবে কি? সংশয় ছিলই।

উল্লেখ্য, এই নিয়ে চতুর্থবার ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলবে আফগানিস্তান। গতবার তারা পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়াকেও প্রায় হারিয়ে দিত আফগান ব্রিগেড, সেসময়ে ত্রাতা হয়ে ওঠেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তারপর ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপে একের পর এক হেভিওয়েট প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে যায় আফগানরা। আগামী বিশ্বকাপেও সেই আফগান রূপকথা দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটবিশ্ব। উল্লেখ্য, আগামী বিশ্বকাপ থেকে বাড়ছে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা। ১৪টি দেশ খেলবে বিশ্বকাপে।

নয়াদিল্লিতে ১৭ পদক : ত্রিপুরাকে গৌরবান্বিত করল ক্যারাটে দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। নয়াদিল্লির তালকোটরা ইনডোর স্টেডিয়ামে গত ৭ থেকে ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত '২০তম ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬'-এ দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে ত্রিপুরার ক্যারাটে দল। 'ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে সাব-জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগে রাজ্যের ৩০ জন প্রতিযোগীর একটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগীরা কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে অসাধারণ লড়াই করে ১টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য এবং ১১টি ব্রোঞ্জসহ মোট ১৭টি পদক জিতে রাজ্যকে গৌরবান্বিত করেছে। পদকজয়ী খেলোয়াড়দের মধ্যে দীপায়ন মালাকার স্বর্ণপদক এবং আয়ান সাহা, কাম্নি কর, আয়তাক্ষী সরকার, রিয়াংশ দেব ও বিরাজ বণিক রৌপ্যপদক অর্জন করেন। এছাড়া ইশিতা বণিক, প্রগতি ভট্টাচার্য, শ্রিজল ভট্টাচার্য, আরিশ রায়, প্রিয়াংশী সোমে, দিবেজা বর্ধন, নেহা সরকার ও সাগ্নিক সাহার মতো উদীয়মান খেলোয়াড়রা ব্রোঞ্জপদক জয় করে এই সাফল্যের অংশীদার হয়েছেন। রাজ্য দলের এই অভাবনীয় সাফল্যে ত্রিপুরার ক্রীড়ামহল, সমস্ত ক্যারাটেকা এবং অভিভাবক মহলে আনন্দের জোয়ার বইছে। দলের এই গৌরবোজ্জ্বল অর্জনে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকল অংশগ্রহণকারী ও পদকজয়ী খেলোয়াড়দের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। দলের টিম কোচ দেবজিৎ দে এক প্রতিক্রিয়ায় খেলোয়াড়দের এই কঠোর পরিশ্রম ও সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন, যা আগামী দিনে রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খেলাধুলায় আরও বেশি উৎসাহিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জাগরণ 12 August 2026, Wednesday ■ আগরতলা ১২ আগস্ট, ২০২৬ ইং, ■ ২৬ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট এবার সংসদের দুই কক্ষে হবে পেশ

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট : বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে ঘিরে বিতর্কিত 'বাড়িতে নগদ টাকা' কাণ্ডে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবার লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ হতে চলেছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় থাকা এই ঘটনায় সংসদীয় পর্যালোচনার গুরুত্বপূর্ণ পর্ব শুরু হতে চলেছে।

দিল্লিতে বিচারপতি বর্মার সরকারি বাসভবনের একটি আউটহাউসে অগ্নিকাণ্ডের পর বিপুল পরিমাণ পোড়া ও হিসাব-বহির্ভূত নগদ টাকা উদ্ধারের অভিযোগকে কেন্দ্র করেই বিতর্কের সূত্রপাত। ঘটনাটি ঘটে ২০২৫ সালের ১৪ মার্চ। আগুন নেভাতে গিয়ে দমকলকর্মীরা ওই পোড়া নগদের সন্ধান পান বলে অভিযোগ ওঠে। তবে উদ্ধার হওয়া টাকার মালিকানা বা ওই নগদের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক থাকার অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন বিচারপতি বর্মা।

পরবর্তী সময়ে বিচারবিভাগীয় অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখে। কমিটির রিপোর্টে স্টোররুমটির নিয়ন্ত্রণ ও সেখানে থাকা নগদের সঙ্গে বিচারপতি বর্মার যোগসূত্রের বিষয়ে জোরালো প্রমাণ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি পদত্যাগ না করায় তাঁর বিরুদ্ধে সাংসদীয় অপসারণ প্রক্রিয়া শুরু করার সুপারিশ করা হয়।

এরপর বিচারপতি বর্মাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করা হয়। একই সময়ে তাঁর অপসারণের দাবিতে ১৪০-এরও বেশি সাংসদের স্বাক্ষর করা প্রস্তাব গ্রহণ করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। বিচারপতিদের বিরুদ্ধে তদন্ত সংক্রান্ত ১৯৬৮ সালের আইনের অধীনে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়।

তদন্ত প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিচারপতি বর্মা। তবে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে শীর্ষ আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় এবং তদন্তের ক্ষেত্রে লোকসভার স্পিকারের এখতিয়ার বহাল রাখে।

এরপর সংসদীয় তদন্ত প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। তদন্ত কমিটি বিচারপতি বর্মার শেষ বক্তব্য বা আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়টি নথিভুক্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঠিক সেই সময়, ২০২৬ সালের ৯ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন বিচারপতি বর্মা। তাঁর পদত্যাগ অবিলম্বে কার্যকর হয়।

পদত্যাগের ফলে তাঁর বিরুদ্ধে চলা সাংসদীয় অপসারণ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তৈরি হলেও তদন্ত রিপোর্ট এবার সংসদের দুই কক্ষে পেশ হওয়ার ঘটনায় বিতর্কিত এই অধ্যায় ফের জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে উঠে আসছে। রিপোর্টে তদন্ত কমিটি কী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং সেখানে কী কী তথ্য ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে, তা নিয়ে এখন সংসদে নতুন করে আলোচনা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে বাইকের সজোরে ধাক্কা, মৃত ১, গুরুতর আহত ১

তেলিয়ামুড়া, ১১ আগস্ট: রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে বাইকের সজোরে ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক যুবক। সোমবার রাতে তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাটের মহারানীপুর এলাকায় ঘটে এই দুর্ঘটনা।

জানা গেছে, একটি বাইকে করে দুই যুবক মহারানীপুর এলাকার দিকে যাওয়ার সময় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারেন। সংঘর্ষের জেরে বাইকে থাকা দুই যুবকই গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকলকর্মীরা। তাঁরা আহত দুজনকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা কার্তিক মজুমদার নামে এক যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্য আহত যুবকের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

'একাত্তরকে আমরা কখনওই ভুলব না', ত্রিপুরাবাসীর অবদানের কথা স্মরণ শেখ হাসিনার

আগরতলা, ১১ আগস্ট: মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরাবাসীর অবদান বাংলাদেশের মানুষ কখনও ভুলবে না, এমনই বার্তা উঠে এল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথায়। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তথা হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনাল-র এডিটর প্রণব সরকারের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাবাসীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বারবার স্মরণ করেন তিনি। প্রণব বাবু জানিয়েছেন, শেখ হাসিনা নিজেই তাঁকে ফোন করেন। প্রায় পাঁচ মিনিটের কথোপকথনে তিনি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরার মানুষের সহযোগিতা ও মানবিক ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। কথোপকথনে শেখ হাসিনা বলেন, একাত্তরকে আমরা কখনওই ভুলব না। মুক্তিযুদ্ধের কঠিন সময়ে ত্রিপুরাবাসী যেভাবে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এদিনের কথোপকথনে সাম্প্রতিক জুলাই অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গও উঠে আসে। সেই সময় ত্রিপুরাবাসীর আন্দোলন ও সংহতির বিষয়েও তিনি উল্লেখ করেন বলে জানা গেছে। এ জন্য ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

পতিছড়িতে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল যাত্রী শেড, দ্রুত সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের

আগরতলা, ১১ আগস্ট: শান্তিরবাজার বিধানসভার অন্তর্গত পতিছড়ি ড্রপগেট এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি যাত্রী শেড। দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে শেডটির চারপাশে জঙ্গল ও আগাছা গজিয়ে উঠেছে। পাশাপাশি যাত্রীদের বসার জায়গা এবং শেডের টাইলসেও জমেছে নোংরা আবর্জনা। ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

জানা গেছে, এলাকাবাসীর সুবিধার কথা মাথায় রেখে শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংয়ের বিধায়ক তহবিলের অর্থে পতিছড়ি ড্রপগেট এলাকায় ওই যাত্রী শেডটি নির্মাণ করা হয়েছিল। নির্মাণের পর দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়রা সেটি ব্যবহার করে আসছেন। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং শিশুদের অনেক সময় ওই শেডে গাড়ির অপেক্ষায় থাকতে দেখা যায়।

তবে বর্তমানে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে শেডটির পরিবেশ নোংরা হয়ে পড়েছে। চারপাশে আগাছা ও জঙ্গল তৈরি হওয়ায় যাত্রীদের সেখানে অপেক্ষা করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, যাত্রীদের সুবিধার জন্য তৈরি করা শেড যদি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সেটি নির্মাণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

স্থানীয়দের দাবি, যাত্রী শেডটি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি চারপাশের আগাছা ও জঙ্গল দ্রুত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে এলাকার ভিলেজ কমিটি, স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

এখন স্থানীয়দের আবেদনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কত দ্রুত যাত্রী শেডটি পরিষ্কার ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী।

নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যাত্রাপুর পুলিশের অভিযান, ধ্বংস ১২টি গাঁজার নার্সারি প্লট

আগরতলা, ১১ আগস্ট: নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ঊর্ধতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুইটি এডিসি ভিলেজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১২টি গাঁজার নার্সারি প্লট ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কালিখলা ও থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজের শুকনাছড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা এই অভিযানে মোট ১২টি গাঁজার নার্সারি প্লট ধ্বংস করা হয়েছে। সেখানে বিপুল সংখ্যক গাঁজার চারা গাছ নষ্ট করা হয় বলেও জানান তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এটি ছিল গাঁজার চাষ ও নার্সারি ধ্বংসের ধারাবাহিক অভিযানের চতুর্থ দফা। দুর্গম এলাকায় চড়াই-উতরাই পেরিয়ে প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও অভিযান চালান পুলিশকর্মীরা।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর অভিজিৎ দেবনাথ, মহিলা ও পুরুষ কনস্টেবল, অন্যান্য পুলিশকর্মী এবং টিএসআর জওয়ানরা। দীর্ঘ সময় ধরে অভিযান চালানোর পর সমস্ত পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা যাত্রাপুর থানায় ফিরে আসেন। পুলিশ জানিয়েছে, নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অবৈধ গাঁজা চাষ ও পাচারের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ব্যক্তিস্বার্থ নয়, তিপ্রাসাদের অধিকারই প্রথম ১৭ আগস্ট আগরতলায় তিপ্রা মথার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ডাক

আগরতলা, ১১ আগস্ট: ব্যক্তিগত স্বার্থ, পদ বা ক্ষমতার চেয়ে তিপ্রাসা জনগণের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বার্তা দিলেন তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা। মঙ্গলবার ফেসবুক লাইভে এসে দলের বিধায়ক, এমডিসি, সিনিয়র কর্মী এবং সংগঠনের নেতৃত্বের উদ্দেশে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন তিনি।

প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা জানান, বর্তমানে তিনি দিল্লিতে রয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে দলের বিধায়ক ও অন্যান্য নেতৃত্বও রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি স্পষ্ট করেছেন, তিপ্রাসাদের অধিকার আদায়ের বিষয়টিই সর্বাগ্রে থাকবে। সাংসদ, মন্ত্রী, কার্যনির্বাহী সদস্য বা অন্য কোনও পদ কিংবা আর্থিক সুবিধা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেও জানান তিনি।

তাঁর বক্তব্য, "আমাদের মানুষের জন্য কিছু দিতে হবে, আমাদের নিজেদের কিছু চাই না। মানুষের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়েই আলোচনা হবে।" তাঁর সঙ্গে থাকা বিধায়ক ও এমডিসিরাও একই অবস্থান জানিয়েছেন বলে দাবি করেন প্রদ্যোত। এর পাশাপাশি আগামী ১৭ আগস্ট আগরতলায় তিপ্রা মথার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করার ঘোষণা দেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা। বৈঠকে দলের সমস্ত নির্বাচিত বিধায়ক, এমডিসি, প্রবীণ দলীয় কর্মী এবং যুব তিপ্রা ফেডারেশন, তিপ্রা স্টুডেন্ট ফেডারেশন ও তিপ্রা সিটিজেনস ফেডারেশনের সিনিয়র সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানান তিনি।

দলের পাশাপাশি তিপ্রা ওয়েলফেয়ার ফেডারেশন এবং দলের সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদেরও বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানান প্রদ্যোত। তাঁর কথায়, দলের সাংগঠনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং মানুষের আস্থা বজায় রাখাই বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রদ্যোত বলেন, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আগে দলের নেতাকর্মীদের যে আচরণ ছিল, জয়ের পরেও সেই আচরণ বজায় রাখতে হবে। কোনও নেতাকেই নিজেকে ভিআইপি ভাবা উচিত নয়। তাঁর ব্যাখ্যায়, ভিআইপি অর্থ শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয়, বরং একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি।

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তাঁদের আচরণ ও কাজকর্মের দিকে সাধারণ মানুষ নজর রাখছেন। তাই শৃঙ্খলা ও চরিত্র বজায় রেখে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। নিজেদের স্বার্থের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহন করতে নাগরিকদের প্রতি রাজ্যপালের আহবান

আগরতলা, ১১ আগস্ট: রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু আজ নাগরিকদের "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযানে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি ২০৪৭সালের মধ্যে একটি উন্নত, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে অবদান রাখার আহ্বানও জানান তিনি। আজ সন্ধ্যায় সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তার কার্যালয় প্রাঙ্গণে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্যালয় এবং তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হর ঘর তিরঙ্গা ও তিরঙ্গা কনসার্ট-এ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু।

রাজ্যপাল বলেন, ২০৪৭ সালের "বিকশিত ভারত"-এর স্বপ্ন শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে একা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম প্রয়োজন।

তিনি বলেন, হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের সাফল্য শুধু সরকার বা সরকারি আধিকারিকদের ওপর নির্ভর করে না, এর জন্য ভারতের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সকলকে পূর্ণ উৎসাহ ও দেশাত্মবোধের সঙ্গে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

রাজ্যপাল নাগরিকদের নিজেদের বাড়ি, কর্মস্থল, দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গর্বের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সিপাহিজলা ও ত্রিপুরার আকাশে তেরঙ্গা পতাকা গর্বের সঙ্গে উড়তে থাকা উচিত। এই পতাকা সবাইকে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাঁরা দেশের মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচার সুযোগ করে দিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

তিনি নাগরিকদের "হর ঘর তিরঙ্গা"-র সরকারি পোর্টালে গিয়ে জাতীয় পতাকার সঙ্গে নিজেদের সেলফি আপলোড করার এবং অংশগ্রহণের শংসাপত্র ডাউনলোড করারও আহ্বান জানান। পাশাপাশি, ী হরঘর তিরঙ্গা এবং ী এইচজিটি ২০২৬ হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের অংশগ্রহণের ছবি ও তথ্য শেয়ার করতে তিনি উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, এই ধরনের অংশগ্রহণ প্রতিবেশী, বন্ধু এবং দেশের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকেও অনুপ্রাণিত করবে। তিনি বলেন, বিশ্বকে দেখতে দিন যে ভারতের চেতনা প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি গ্রামে এবং প্রতিটি হৃদয়ে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। রাজ্যপাল এই অভিযানের অংশ হিসেবে আয়োজিত বিভিন্ন স্থানীয় কর্মসূচিতেও সক্রিয়ভাবে অংশ নেবার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি নাগরিকদের গর্বের সঙ্গে "বন্দে মাতরম" গাওয়ার এবং মাতৃভূমির গৌরব উদযাপনে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহিজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। জেলার বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সিপাহিজলার স্থানীয় শিল্পীরাও অনুষ্ঠানে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

চার মাস ধরে জলে ডুবে একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা, দুর্ভোগে দুরাই শিববাড়ির ছয় পরিবার

আগরতলা, ১১ আগস্ট: বাড়িঘরে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে জলের নিচে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন দুরাই শিববাড়ি পঞ্চায়েত সংলগ্ন উত্তর পাড়ার ছয়টি পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় গত চার মাস ধরে রাস্তার উপর জল জমে রয়েছে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে, দুরাই শিববাড়ি পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় উত্তর পাড়ার বাসিন্দাদের বাড়িঘর থেকে মূল সড়কে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে জলমগ্ন। উঁচু-নিচু টিলা এলাকা থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসে সমতল এলাকায় জমা হচ্ছে। সেই জল রাস্তা, পুকুর এবং ধীরে ধীরে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ির উঠানেও ঢুকে পড়ছে।

এদিকে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা জলে পচা আবর্জনা মিশে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন শিশু, বয়স্কসহ সাধারণ মানুষ। জরুরি প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হওয়াও কার্যত কঠিন হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

স্থানীয়দের দাবি, জমে থাকা জল দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হোক এবং যাতায়াতের রাস্তাটি স্থায়ীভাবে সংস্কার করা হোক। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন দুরাই শিববাড়ি পঞ্চায়েত সংলগ্ন উত্তর পাড়ার ছয় পরিবারের বাসিন্দারা।

আগরতলার নিকাশি ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে নিগমের বড় উদ্যোগ

আগরতলা, ১১ আগস্ট: বর্ষার সময় জলবদ্ধতার সমস্যা মোকাবিলায় আগরতলা শহরের নিকাশি ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে বড়সড় পরিকল্পনা নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। শহরের স্টর্ম-ওয়াটার ড্রেনেজ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রায় ১৩০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বৃষ্টির জল জমে যাওয়ার সমস্যা কমানোর পাশাপাশি জল নিষ্কাশনের সময় বর্তমানের প্রায় এক থেকে দুই ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ১৫ থেকে ৩০ মিনিটে নিয়ে আসার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে যাওয়ার প্রসঙ্গে পুর নিগমের কমিশনার সাজু ভাহিদ এ জানান, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে শহরের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা জল জমার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। পুর নিগমের তৈরি ডিজিটাল এলিভেশন ম্যাপ এবং জলবদ্ধতাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ সমীক্ষায় এই এলাকাগুলিতে সবচেয়ে নিচু অংশ এবং জল জমার প্রধান স্থানগুলি চিহ্নিত হয়েছে।

বর্তমানে শহরে ১৭টি সচল পাম্পিং স্টেশন রয়েছে। প্রতিটি স্টেশনে বৈদ্যুতিক পাম্পের পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হলেও যাতে জল নিষ্কাশন করা যায়, সেজন্য বনমালীপুর, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী, পূর্ব থানার এলাকা, প্যারাডাইস চৌমুহনী, গণরাজ এবং আইজিএমএই ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মেকানিক্যাল পাম্পও রয়েছে।

পুর কমিশনার জানান, সাধারণত ঘণ্টায় প্রায় ৩৮—৪০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হলে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমার প্রবণতা বাড়ে। বিশেষ করে এক থেকে দুই ঘণ্টা ধরে একটানা ভারী বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক সময়ে ২১ জুন প্রায় ৭৭ মিলিমিটার, ৭ জুলাই ১০১ মিলিমিটার এবং কয়েকদিন আগে প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে ৯৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে ইতিমধ্যেই একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গণরাজ এলাকায় অতিরিক্ত একটি পাম্প বসানোর পাশাপাশি ৬০০ মিলিমিটার ব্যাসের পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। শকুন্তলা রোড, সৎসঙ্গ এলাকা এবং রামনগর-৪-এ নতুন পাম্পিং স্টেশন তৈরির কাজ চলছে। এছাড়া ওরিয়েন্ট চৌমুহনী ও প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় জমে থাকা বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও পাম্পের মাধ্যমে নিষ্কাশনের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড সাম্প তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

পুর কমিশনার জানান, স্টর্ম-ওয়াটার ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক -এর কাছে একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। এই প্রকল্পের আওতায় বর্তমান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় মাসে ত্রিপুরায় পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ, বিদেশি পর্যটক ৯,৪২৪ জন

আগরতলা, ১১ ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুনমাত্র ছয় মাসে ত্রিপুরায় মোট ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৭৭ জন পর্যটক এসেছেন। এর মধ্যে দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৫৩ জন এবং বিদেশি পর্যটক ৯ হাজার ৪২৪ জন। সোমবার লোকসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। রাজ্যের পর্যটন ব্যবস্থায় আগরতলা গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। আগরতলাকে কেন্দ্র করে পর্যটকরা উদয়পুর, নীরমহল, সিপাহিজলা, উনকোটি ও ছবিমুড়ার মতো বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ভ্রমণ করছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটনকেন্দ্র ও স্থানীয় পণ্যকে দেশ-বিদেশে তুলে ধরতে কেন্দ্রের তরফে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমাঘাটে বারবার পানীয় জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত, দুর্ভোগে গ্রামবাসী

আগরতলা, ১১ আগস্ট: গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দিতে সরকারি উদ্যোগে পরিকাঠামো তৈরি করা হলেও এক শ্রেণির দুষ্কৃতকারীর তৎপরতায় সেই পরিষেবা বারবার ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ। তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিহীন টিলা এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইন ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তেলিয়ামুড়া ডি.ডব্লিউ.এস দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এ. দেববর্মার অভিযোগ, ভূমিহীন টিলা এলাকায় দিনের আলো কিংবা রাতের অন্ধকারে বারবার পানীয় জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। ফলে একবার পাইপলাইন মেরামত করার পর কয়েকদিন যেতে না যেতেই ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এর জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ করা কার্যত কঠিন হয়ে পড়ছে।

দফতরের দাবি, সরকারি অর্থে তৈরি জল সরবরাহ ব্যবস্থার পাইপলাইন বারবার নষ্ট হওয়ার কারণে একদিকে যেমন দফতরের কাজের চাপ বাড়ছে, অন্যদিকে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বারবার মেরামত করেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গেছে।

এদিকে, কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা এবং পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া ডি.ডব্লিউ.এস দফতরে যান ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস, খোয়াই জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নির্মল সরকার এবং মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি নির্মল দেবনাথ।

দফতরে গিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন মন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গে থাকা প্রতিনিধিরা। কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় কোথায় কোথায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, পাইপলাইন মেরামত এবং জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে কী কী পদক্ষেপ প্রয়োজনতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জানা গেছে, মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি সরকারি জল সরবরাহ ব্যবস্থার পাইপলাইন ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। দফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের স্বার্থে গড়ে তোলা পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে স্থানীয় স্তরে সচেতনতা ও নজরদারি আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

অবৈধ মদ বিক্রি ও সেবনের বিরুদ্ধে উদয়পুরে পুলিশের অভিযান, আটক ২

উদয়পুর, ১১ আগস্ট: অবৈধভাবে মদ বিক্রি ও সেবনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে উদয়পুর শহর ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাল আর.কে. পুর মহিলা থানার পুলিশ।

অভিযান চলাকালীন পুলিশের দল বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা গেছে। অবৈধভাবে মদ বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ মদ বিক্রি ও সেবনের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সংবাদমাধ্যম নিয়ে চন্দন দেবনাথের বক্তব্যে আপত্তি আগরতলা প্রেস ক্লাবের বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

আগরতলা, ১১ আগস্ট: রাজ্যের দুই প্রভাতী দৈনিক দৈনিক সংবাদ' ও 'প্রতিবাদী কলম' সম্পর্কে প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক চন্দন দেবনাথের সাম্প্রতিক বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। মঙ্গলবার এক প্রেস বিবৃতিতে প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে জানান, এই ধরনের বক্তব্য উস্কানিমূলক এবং ভবিষ্যতে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

প্রেস ক্লাবের বক্তব্য, এর আগেও সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে চন্দন দেবনাথের পক্ষ থেকে উস্কানিমূলক মন্তব্য করা হয়েছে। এরপর তাঁকে প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্যের অন্যতম প্রখ্যাত সংবাদপত্র দৈনিক সংবাদ'-কে কংগ্রেসের এজেন্ট এবং 'প্রতিবাদী কলম' ও 'পিবি ২৪' চ্যানেলকে সিপিএমের এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করে যেভাবে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে, তা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগজনক।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের দাবি, এ ধরনের বক্তব্যের ফলে ভবিষ্যতে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে তার দায় সংশ্লিষ্ট বক্তব্যদাতাকেই নিতে হবে।

প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, সংবাদমাধ্যমের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্বশীল রাজনৈতিক বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই চন্দন দেবনাথকে অবিলম্বে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 12-08-2026, 01:19